অভিবাসী-বিরোধী বিক্ষোভে জ্বলছে ব্রিটেন, কড়া বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

সারে-জমিন

রাস্তা.নলকূপের দাবিতে ধানের চারা পুঁতে বিক্ষোভ

রূপসী বাংলা

উন্নয়নের তালিকা থেকে বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ: কোণঠাসা সাংসদেরা

সম্পাদকীয়

কেদারনাথে আটকে ইন্দাসের শিশুসহ ৫জন

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৬ আগস্ট, ২০২৪
২১ শ্রাবণ ১৪৩১
৩০ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

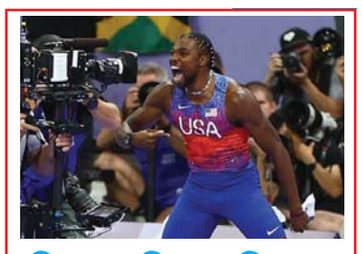

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পর অলিম্পিকেও দ্রুততম মানব নোয়াহ

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 212 ■ Daily APONZONE ■ 6 August 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বাংলাদেশ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখা নিয়ে সতর্কতা জারি মমতার

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'বাংলাদেশের ঘটনায় সবাই উদ্বিগ্ন। কিন্তু সেটা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে এমন কিছু বলবেন না বা লিখবেন না, যা বাংলাদেশ বা ভারতের জন্য সমস্যা হতে পারে। কারণ, বিজেপির লোকেরা এমন কিছু কথা সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, যা করা উচিত নয় বলে মনে করি।'

একই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের দলের নেতা-কর্মীদেরও বাংলাদেশ নিয়ে কিছু লেখার বিষয়ে সাবধান করে দেন। তিনি বলেন, 'আমাদের নেতাদেরও বলব, কেউ কিছু লিখতে যাবেন না। আপনাদেরও (সাংবাদিকদের) বলব। সমাজের প্রত্যেক মানুষকে বলব।

প্রতিবেশীর কিছু হলে পাশের রাজ্যে তার প্রভাব পড়ে। সে ক্ষেত্রে শান্ত থেকে পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে এবং তাঁদেরও এমন কিছু লেখা উচিত নয়, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য সমস্যার হয়ে উঠতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিষয়টা দেশের ওপর ছেড়ে দিন। দেশে সরকার আছে। কোনো রকম প্ররোচনামূলক বা হিংসাত্মক মন্তব্য করবেন না।

সাধারণ মানুষের কাছে মমতার আবেদন, তাঁরা যেন কোনো অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক কোনো আচরণ না করেন এবং আইন নিজের হাতে না নেন।

তৃণমূল নেত্রী বলেন, আমাদের অনেকে ওখানে রয়েছেন। ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকার অবশ্যই তাদের দেখে রাখবে। রাজ্য সরকারকে ভারত সরকার যা বলবে, আমরা সেইভাবে কাজ করব।'

অন্যদিকে, বাংলাদেশ নিয়ে গুজব না ছড়াতে আর্জি জানাল রাজ্য পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়াতে রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে একটি পোস্টের মাধ্যমে জানানো হয় বেশ কিছু ব্যক্তি বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে গুজব ছড়াতে নানা ধরনের ছবি ও পোস্ট করছেন। এর থেকে বিরত থাকুন। এই ধরনের কোন পোস্ট না ছড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয় রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে।

এদিকে কলকাতার পার্ক সার্কাস সংলগ্ন বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের দপ্তরের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকেও রাজ্যের মন্ত্রীদের সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বলেন, বাংলাদেশ ইস্যুতে কেউ কোন আল টপকা মন্তব্য করবেন না।

অন্যদিকে,বাংলাদেশে অশান্তির জেরে বাড়তি সতর্কতা মালদহের মহদিপুর আন্তঃজাতিক সীমান্তে। বিএসএফ এবং পুলিশের নজরদারি বেড়েছে সীমান্তে।

এদিকে বাংলাদেশ থেকেও জরুরি প্রয়োজনে ভারতে আসছেন কেউ কেউ। তারা প্রত্যেকেই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

আপাতত ভারতে আশ্রয় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর

ছাত্র আন্দোলনের জেরে পদত্যাগ হাসিনার, ছাড়তে হল দেশও

আপনজন ডেস্ক: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেরে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পদত্যাগ করে বেলা আড়াইটার দিকে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে চেপে দেশ ছেড়ে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। তার সঙ্গে ছোট বোন শেখ রেহানা ছিলেন। হেলিকপ্টারটি আগরতলা বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। তার ছোট মেয়ে থাকেন দিল্লিতে। হাসিনা সেখানে যেতে পারেন। তবে, তার ছেলে থাকেন লন্ডনে।

যদিও তাকে বিশেষ বিমানে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে হিন্দন বিমানঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা হিন্দোন বিমানঘাঁটিতে নামার কিছু পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও এনএসএ প্রধান অজিত ডোভালের সঙ্গে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে বিস্তারিত জানান বিদেশমন্ত্রী।

এদিনে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে হাসিনা জাতীয় উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেনাপ্রধান তাতে রাজি না হয়ে দ্রুত দেশ ছাড়ার কথা বলেন।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সদ্য পদত্যাগ করা শেখ হাসিনা আর রাজনীতিতে ফিরছেন না বলে বিবিসিকে জানিয়েছেন তার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়। তিনি বলেছেন, তার মায়ের আর কোনো রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তন হবে না। একই সঙ্গে জানান, তিনি 'এত হতাশ যে তার সব কঠোর পরিশ্রমের পরও কিছু মানুষ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে'।

বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের নিউজ আওয়ারে কথা বলার সময় জয় আরো বলেন, তার মা রবিবার থেকেই পদত্যাগ করার কথা বিবেচনা করছিলেন। পরিবার জোর দেওয়ার পরে নিজের সুরক্ষার জন্য তিনি দেশ ছেড়েছেন। আজ অবধি প্রধানমন্ত্রীর সরকারি উপদেষ্টা থাকা জয় ক্ষমতায় তার মায়ের রেকর্ডের পক্ষে বলেন, 'তিনি বাংলাদেশের চিত্র ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

যখন তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন এটি একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত ছিল। একটি দরিদ্র দেশ ছিল। পরে আজ অবধি এটি এশিয়ার গতিশীল অর্থনীতি হিসেবে বিবেচিত হত। তিনি খুব হতাশ।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন এ বছরের ১১ জানুয়ারি। এর আগে ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদে নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। এরপর ২০১৪ সালে দশম সংসদ নির্বাচন হয় একতরফা, যেখানে বিরোধী দলগুলো অংশ নেয়নি। ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। এই নির্বাচন আগের রাতেই ব্যালটে সিল করার ব্যাপক অভিযোগ ছিল। এ নির্বাচন 'রাতের ভোট' নামে পরিচিতি পায়। আর চলতি বছরের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি আবার প্রধানমন্ত্রী হন। তবে এ নির্বাচনও বিতর্কিত।

এতেও প্রধান বিরোধী দলগুলো অংশ নেয়নি। নিজদলীয় নেতাদের নির্দল প্রার্থী করে 'ডামি' প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন করা হয়। এ নির্বাচনটিকে বিরোধীরা 'ডামি নির্বাচন' বলে আখ্যা দেন। ছয় মাসের মাথায় ব্যাপক ছাত্র ও গণবিক্ষোভের মুখে তিনি আজ পদত্যাগ করে হেলিকপ্টার যোগে দেশ ছেড়েছেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রূপরেখা ২৪ ঘণ্টায় জানাবেন ছাত্র আন্দোলকরা

আপনজন ডেস্ক: অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের রূপরেখা আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পেশ করবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। এ সময় তিনি আরো বলেন, ফ্যাসিবাদের দোসররা যেন কোনো সুযোগ না পায় সে জন্য ছাত্র-জনতাকে রাজপথেই থাকতে হবে। নাহিদ ইসলাম বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব রাজবন্দিদের মুক্তিও দিতে হবে।

এ ছাড়া সংখ্যালঘুদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার দাবিও জানান তিনি।এ সময় গণমাধ্যমকর্মীদেরও নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান জানান সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম।

অনেক পক্ষ সুযোগ নিয়ে আন্দোলনকারীদের উপর দোষ চাপাতে পারে বলেও সবাইকে সতর্ক করেন তিনি। রাষ্ট্রের কোনো সম্পদের ক্ষতি যেন না হয় সে ব্যাপারেও রাজপথে ছাত্র-জনতাকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গড়া হবে, ঘোষণা সেনাপ্রধানের

মীর আফরোজ জামান ● ঢাকা

আপনজন: বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গোটা দেশ এখন সেনাবাহিনীর দখলে। বাংলাদেশের জনগণকে শান্ত থাকার আর্জি জানিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান জানান, একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীন দেশের সব কার্যক্রম চলবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গড়ার লক্ষ্যে ও দেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধ ও সুশীল সমাজের বিশিষ্টজনদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করেন। তাতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মির্জা আব্বাস; জাতীয় পার্টির জিএম কাদের, মুজিবুল হক চুন্নু, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ; হেফাজতে ইসলামের মাওলানা মামুনুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল, গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি, খেলাফত মজলিসের মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম, জামায়াতে ইসলামীর আমির ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, হামিদুর রহমান আজাদ প্রমুখ। সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাতপূর্বক 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' গঠনের প্রক্রিয়া ও রূপরেখা প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে সেনাবাহিনী প্রধান ওয়াকার-উজ-জামান দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, সকল হত্যাকাণ্ড ও অন্যায়ের বিচার করা হবে, আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখুন। সহিংসতার পথ ছেড়ে তিনি সকলকে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান এবং ঘরে ফিরে যাওয়ার আহবান জানান। একই সাথে তিনি অতি শীঘ্রই ছাত্র-শিক্ষক প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে বসবেন বলে জানান। তিনি বলেন, পরিস্থিতি অচিরেই স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আপনারা সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমরা সমস্ত দায়দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনাদের কথা দিচ্ছি, আশাহত হবেন না। যত দাবি আছে, সেগুলো আমরা পূরণ করব। দেশে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। আমাদের সহযোগিতা করেন। প্রতিটি হত্যার বিচার হবে। ছাত্র-ছাত্রীসহ দলমত নির্বিশেষে দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন সেনাপ্রধান। তিনি আরও বলেন, আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনা করা হবে।

রাজ্য সরকারের পক্ষে মাত্র একজন আইনজীবীর সওয়াল সুপ্রিম কোর্টে

ওবিসি নির্ধারণ হয়েছে কীভাবে, রাজ্যকে জানাতে হবে হলফনামার মাধ্যমে

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি (তফসিলি জাতি ও উপজাতি ব্যতীত) আইনের অধীনে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা ৭৭টি সম্প্রদায়কে বাতিল ঘোষণা করা কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আর্জির শুনানিতে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নোটিশ জারি করেছে। ২০১০ এবং ২০১২ সালের এর পরে পশ্চিমবঙ্গে জারি করা ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করা প্রসঙ্গে এই নোটিশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মামলাটি উঠেছিল প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে যার মধ্যে রয়েছেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং মনোজ মিশ্র। বেঞ্চ রাজ্যকে ৭৭টি সম্প্রদায়কে ওবিসি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য অনুসৃত প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে একটি হলফনামা দাখিল করতে বলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। ওই হলফনামায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানাতে হবে সমীক্ষার প্রকৃতি ও ওবিসি হিসাবে মনোনীত ৭৭টি সম্প্রদায়ের তালিকায় সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের বিষয়ে অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের সাথে পরামর্শের অভাব ছিল কিনা। এর পাশাপাশি, আদালত আরও জানতে চেয়েছে যে ওবিসিগুলির উপ-শ্রেণি বিন্যাসের জন্য রাজ্য কোনও পরামর্শ করেছে কিনা এবং গবেষণার প্রকৃতি স্পষ্ট করে দিয়েছে কিনা।

শুনানির শুরুতে রাজ্যের তরফে হাজির থাকা একমাত্র আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং বলেন, রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি রাজ্য সরকারের পক্ষে সওয়াল করে বলেন, হাইকোর্ট মনে করে ওবিসি নির্ধারণের এখতিয়ার রয়েছে, রাজ্য সরকারের নয়। কমিশন ১৯৯৩ সালে গঠিত হয়, তবে কীভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায় সে সম্পর্কে ২০১২ সালে রাজ্য একটি আইন তৈরি করেছে। প্রক্রিয়াটি হল প্রথম কমিশন এগুলিকে ওবিসি হিসাবে চিহ্নিত করে, তারপরে রাজ্য সরকার তার প্রয়োগ করে। তিনি সংরক্ষণের তালিকা বাতিল করার পরিণতি সম্পর্কে যুক্তি দেন। তিনি বলেন, এর ফলে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট প্রভাবিত হয়। কারণ নিট-এ ওবিসিদের জন্যও সংরক্ষণ রয়েছে। তিনি কমিশনের জন্য উচ্চ আদালত যে ভাষা ব্যবহার করেছে তাও উল্লেখ করেন। আইনজীব ইন্দিরা জয়সিং বলেন, আদেশে ব্যবহৃত ভাষা দেখুন, যেখানে বলা হয়েছে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন কমিশনের প্রধান। ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তারা মুসলমান হওয়ার কারণেই সংরক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাঁর যুক্তি অব্যাহত রেখে তিনি বলেন, রিপোর্টের পরে রিপোর্ট রয়েছে যা অন্যান্য বিষয়ের সাথে বিবেচনা করা হয়েছিল।

মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে পশ্চাদপদতার কথা এসেছে। তার ভিত্তিতে জয় সিং অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ চান। এর পাল্টা সিনিয়র অ্যাডভোকেট মুকুল রোহতগি বলেন, আদালতের এই মামলা চালিয়ে যাওয়া উচিত নয় এই কারণে যে এটি একটি "জঘন্য মামলা"।

তিনি আরও বলেন, কোনও সমীক্ষা করা হয়নি এবং এর সমর্থনে তিনি হাইকোর্টের রায়ের উল্লেখ করেন। আদালত বলে তালিকাটি বাতিল করার ফলে রাজ্যে কোনও ওবিসি সংরক্ষণ থাকবে না। যখন প্রধান বিচারপতি জিজ্ঞাসা করেন, আদালত কেন সংবিধান নিয়ে এই জালিয়াতি বলছে, তখন বিরোধী পক্ষের আইনজীবী পিএস পাটওয়ালিয়া বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে বলেছেন ৩৭টি শ্রেণিকে ওবিসি মর্যাদা দেওয়া হবে, তারপরে তাদের ওবিসি-এ এর অধীনে আনা হবে। তিনটি জাতের ক্ষেত্রে কোনও সমীক্ষা হয়নি এবং হাইকোর্ট তা বিশ্লেষণ করেছে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তিনি ওই রায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, রিপোর্টে কমিশনের সুপারিশ বিবেচনা করা হয়নি।

ওবিসি বাতিলের পক্ষের আরও এক প্রবীণ আইনজীবী বংশারি স্বরাজ বলেন, কমিশনের সাথে কোনও পরামর্শ করা হয়নি। এটি একটি খুবই জঘন্য নজির স্থাপন করেছে, যেখানে রাজ্যের তোষণের রাজনীতি অব্যাহত থাকবে।

এ সময় প্রধান বিচারপতি বলেন, কমিশন ৭৭টি সম্প্রদায় নিয়ে কাজ করেছে এবং তাদের মধ্যে কতজন কেন্দ্রীয় তালিকায় রয়েছে তা জানতে চান। তিনি আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিংকে প্রশ্ন করেন, ওবিসি শ্রেণির পশ্চাৎপদতা দেখানোর জন্য উপযুক্ত এমন তথ্য কী আছে? তিনি বলেন, কমিশনের কাজ তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ওবিসি শনাক্তকরণ করা।

আদালত প্রশ্ন তোলে একদিনে ৭-৮টি সম্প্রদায়কে শনাক্ত করা হল কী করে? তার প্রত্যুত্তরে আইনজীবী জয়সিং বলেন, ছয় মাস ধরে একাধিক শুনানি হয়েছিল।

যুক্তিতর্ক শোনার পর আদালত রাজ্য সরকারকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং আগামী শুক্রবার বিষয়টি তালিকাভুক্ত করেন।

উল্লেখ্য, গত ২২ মে কলকাতা হাইকোর্ট তার রায়ে স্পষ্ট করে দেয় যে যারা এই আইনের সুবিধা নিয়ে চাকরি পেয়েছেন এবং এই ধরনের সংরক্ষণের কারণে ইতিমধ্যেই চাকরিতে রয়েছেন, তারা এই নির্দেশের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। হাইকোর্ট তার আদেশে পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি (তফসিলি জাতি ও উপজাতি ব্যতীত) (পরিষেবা ও পদগুলিতে শূন্যপদ সংরক্ষণ) আইন, ২০১২ এর অধীনে দেওয়া অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) হিসাবে সংরক্ষণের জন্য ৩৭টি শ্রেণি বাতিল করে। সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের মামলা হলে সোমবার তার শুনানি হয়। যদিও এই শুনানিতে কোনও স্থগিতাদেশ মেলেনি।

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

সহরারহাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা-সহ

সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

স্পেশালিস্ট ডাক্তার দ্বারা সমস্ত রোগের আউটডোর পরিষেবা

ইনডোর পরিষেবায় সমস্ত রকম অপারেশনের সুবিধা

সমস্ত ধরনের ল্যাব টেস্ট একই ছাদের তলায়

রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে ICCU পরিষেবা

চব্বিশ ঘণ্টা MD ডাক্তারের উপস্থিতি

মাত্র ৩৫০০ টাকায় সম্পূর্ণ শরীর চেকআপ

২৪ ঘণ্টা ইউএসজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডায়ালিসিস, ডিজিটাল এক্স-রে ও সিটি স্ক্যান করার সুবিধা

ডিরেক্টর: ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত, MBBS, MD, Dip Card

✆ 91237 21642 / 89360 01515

প্রথম নজর

তালের পিঠে খেয়ে মৃত্যু একি পরিবারের দুই বোনের

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: তালের পিঠে খেয়ে মৃত্যু হল একই পরিবারের দুই বোনের, মৃত ওই দুই বোনের নাম মিষ্টি পাল ও শ্রাবণী পাল।। ঘটনাটি কুলপি থানার হরিণখোলা পালপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় পাপিয়া শ্রাবণী ও মিষ্টি তিন বোন বাড়িতে তালের রুটি করে আর তাই খেয়েছিল ও পরে দুধও খায় তার উপর। এরপরেই রাতের বেলা অসহ্য পেটে যন্ত্রণা শুরু হয় তিন বনের। তড়িঘড়ি করে তিন বোনকে উদ্ধার করে প্রথমে কুলপি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় শ্রাবণী পাল নামে ছোট বোনের অন্যদিকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পাপিয়া পাল ও মিষ্টি পাল কে ভর্তি করা হয়, ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে। এরপরই আজ ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে মৃত্যু হয় মিষ্টি পাল নামে সেজ বনের অন্যদিকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ডায়মন্ডহারবার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পাপিয়া পাল। তবে প্রাথমিক অনুমান বিষক্রিয়া থেকেই এই মৃত্যু হতে পারে অন্যদিকে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার।

গড়িয়ায় হাজী সংবর্ধনা ও দোয়ার মজলিস

মিসবাহ উদ্দিন ● গড়িয়া

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার গড়িয়ার বোড়ালে হাজী সংবর্ধনা সভায় কম-বেশি দেড়শ জন হাজীকে হাজী রুমাল দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এরি উদ্যোক্তা ছিল জমজম ট্রাভেলস। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হযরত মাওলানা আব্দুল হামিদ কাসেমী, মুফতি ঈসা আহমদ, জয়নগর মাওলানা ইলিয়াস, মগরাহাট, হাজী মোজাফফর রহমান, মেটিয়াবুরুজ, মুফতি সামাদ নতুনহাট, মুফতি ইব্রাহিম মল্লিকপুর প্রমুখ।এরা ছাড়া এলাকার স্থানীয় বুযুর্গানের দিন ও হাজী সাহেবরা ।

বাংলাদেশ নিয়ে গুজব না ছড়িয়ে শান্ত থাকার বার্তা পুলিশের

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ●কলকাতা

আপনজন: পড়শি দেশ বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে গুজব ছড়াবেন না, শান্ত থাকুন---বিশেষ সতর্ক বার্তা দিলো পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এই আহ্বান জানানো হয়েছে।

ফেসবুক পোস্টে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ লিখেছে---'শান্ত থাকুন, গুজবে কান দেবেন না। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু পোস্ট এবং ভিডিও আমাদের নজরে এসেছে যা বিভেদ এবং অশান্তি তৈরি করতে পারে। অনুরোধ, কোনওরকম গুজবে কান দেবেন না, উত্তেজক ভিডিও শেয়ার করবেন না। রাজ্য প্রশাসন সতর্ক এবং সজাগ রয়েছে। কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। শান্ত থাকুন, শান্তি বজায় রাখুন। উল্লেখ্য চলমান ব্যাপক সরকার বিরোধী আন্দোলনের কারণে সোমবার পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন পদ্মাপারের দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেনাবাহিনীর বিশেষ বিমানে তিনি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা আসেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর দেশ ছাড়ার পর বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থাপনা, বাড়ি-ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলার বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে বলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ব্যক্তি পোস্ট করেন। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো প্রকার নির্যাতন ও হামলার ঘটনা ঘটেছে কিনা তা নিশ্চিত নয়। বিভ্রান্তমূলক পোস্টের কারণে এপারের সংখ্যালঘুদের উপর যাতে কোনো প্রকার নির্যাতন ও হামলার ঘটনা না ঘটে---সেকারণে এই সতর্কতা মূলক পোস্টের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গবাসিদের শান্ত থাকার ও গুজব না ছড়ানোর আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

বাংলাদেশ সীমান্তগুলি সিল করে দেওয়া হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: রাজ্যের বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত সবকটি সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, বাড়ানো হল নজরদারি। সীমান্ত বিএসএফের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। বসিরহাটের ভারত বাংলাদেশ ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে পাসপোর্টে বাংলাদেশ থেকে এদেশে প্রবেশ করছে বাংলাদেশের নাগরিকরা চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া। ডিজি বিএসএফ (অপারেশনাল) প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে সুন্দরবনের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শন করেন সোমবার দুপুরে। দলজিৎ সিং চৌধুরী, আইপিএস, মহাপরিচালক, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) সাথে শ্রী রবি গান্ধী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পূর্ব কমান্ড এবং শ্রী মনিন্দর প্রতাপ সিং, মহাপরিদর্শক, দক্ষিণবঙ্গ নজরদারি চালান। উত্তর ২৪ পরগণা জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘুরে দেখেন তারা।

এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের অপারেশনাল প্রস্তুতি এবং কৌশলগত মোতায়েন পর্যালোচনা করা। দলজিৎ সিং চৌধুরী, আইপিএস, ডিজি এসএসবি গত ৩রা অগাস্ট ডিজি বিএসএফ-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তার পরে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সফর হল সোমবার পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শন। বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সতর্কতা জারি করেছে বিএসএফ এবং সীমান্তে মোতায়েন সেনার সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত মুখ্যালয়ে বিএসএফ এর এডিজি ইস্টার্ন কমান্ড রবি গান্ধী ইস্টার্ন কমান্ডের বিস্তারিত ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে এই সফর শুরু হয়। ব্রিফিংয়ে ইস্টার্ন কমান্ডের ব্যাটালিয়নের কৌশলগত পরিস্থিতি এবং অপারেশনগুলি কভার করা হয়, যেখানে মহাপরিচালককে সংবেদনশীল আন্তর্জাতিক সীমান্তে জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখতে বিএসএফের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। বিএসএফের ডিজি, রবি গান্ধী এডিজি এবং অন্যান্য অফিসারদের সাথে ধামাখালিতে যান। এখানে ১১৮ তম ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট ডিজি বিএসএফকে দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পাশে সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিলেন অঞ্চল যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব,মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকের সাহেব নগর অঞ্চলের মোল্লা পাড়া গ্রামে গত দুই সপ্তাহ আগে হঠাৎ আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় তিনটি পরিবারের বাড়ি, আর তার পর সোমবার পর্যন্ত শাসক দল তথা তৃণমূলের নেতা থেকে জনপ্রতিনিধিরা কোনো সাহায্য তো দূরের কথা দেখা পর্যন্ত করতে আসেনি কেও । তৃণমূলের কারো দেখা না মেলাই অবশেষে যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিলো আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যদের।

সোমবার দুপুরে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যদের পাশে আর্থিক সহায়তা সহ বাসনপত্র ও বস্ত্র নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে পৌঁছিয়ে গেলো সাহেব নগর অঞ্চল যুব কংগ্রেস নেতৃত্ব গণ। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্য সামিনুর রহমান বলেন হঠাৎ আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় আমাদের তিন টি পরিবারের বাড়ি তার পর তৃণমূলের কেও দেখা পর্যন্ত করতে আসেনি আজ যুব কংগ্রেসের কর্মীরা যেভাবে সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিলো তাতে অনেক উপকৃত হব আমরা। বিধানসভা যুব সভাপতি তৌসিফ জামান ও অঞ্চল যুব কংগ্রেস সভাপতি বলেন আমরা সাধ্যমতো যতটা পারলাম সাহায্য করলাম আগামীতে আরো সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভা যুব কংগ্রেস সভাপতি তৌসিফ জামান,অঞ্চল যুব কংগ্রেস সভাপতি আশিক ইকবাল রাজা,কংগ্রেসের পঞ্চায়েত মেম্বার মোঃ আলী হাসান সহ অঞ্চলের যুব নেতা কর্মীরা।

বন দফতরের কোয়ার্টার ভেঙে প্রাসাদোপম বাড়ি করার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বন দফতরের কোয়ার্টার ভেঙে প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরীর অভিযোগ বাঁকুড়া জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্য তথা প্রাক্তন সহ সভাধিপতির বিরুদ্ধে, অভিযোগ অস্বীকার, অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে দেখার আস্বাস বন দফতরের ।

ছিল বন দফতরের কোয়ার্টার। রাতারাতি সেই কোয়ার্টার দখল করে গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে তৈরী হয়েছে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্যা তথা প্রাক্তন সভাধিপতির প্রাসাদোপম বাড়ি। এমন অভিযোগকে কেন্দ্র করেই এখন বাঁকুড়ার রানীবাঁধের রাজনীতি উথাল পাথাল। অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার আস্বাস বন দফতরের। বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের রানীবাঁধ ব্লকের দাপুটে নেতা হিসাবে পরিচিত গৌর চন্দ্র টুডু। পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক গৌর চন্দ্র টুডু বর্তমানে তৃণমূলের ব্লক সহ সভাপতি পদে রয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি তৃণমূলের এস টি শাখার জেলার দায়িত্বেও ছিলেন। গৌর চন্দ্র টুডুর স্ত্রী বিভাবতী টুডুও পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক। বাম আমলে দীর্ঘদিন তিনি বাঁকুড়া জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা ছিলেন। জেলা পরিষদে পালা বদলের পর তিনি সহ সভাধিপতির দায়িত্ব পান। বর্তমানে তিনি বাঁকুড়া জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের শাসক দলের এমন হাই প্রোফাইল দম্পতির বিরুদ্ধেই উঠেছে মারাত্মক অভিযোগ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারেবারে বে আইনি দখলদারি উচ্ছেদ নিয়ে কঠোর অবস্থানের নির্দেশ দিচ্ছেন পুরসভাগুলিকে। বে আইনি দখলদারি তুলতে গিয়ে বন দফতরের আধিকারিকরা রাজ্যের মন্ত্রীর রোষে পড়া নিয়ে যখন রাজ্য রাজনীতি উত্তাল সেই সময় রানীবাঁধের ওই হাই প্রোফাইল তৃণমূল নেতা দম্পতির বিরুদ্ধেই উঠেছে বন দফতরের কোয়ার্টার গুঁড়িয়ে দিয়ে সেই জায়গা দখল করে প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরীর অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবী বছর কয়েক আগে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন ওই নেতা দম্পতির নির্দেশে শাবল গাঁইতি দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় বন দফতরের একটি কোয়ার্টার। স্থানীয়দের অভিযোগ কোয়ার্টার ভাঙার শব্দ যাতে এলাকার মানুষের নজর না কাড়ে সেজন্য ওই দিন কোয়ার্টারের সামনে সশব্দে বাজানো হয় ডিজে বক্স। বাঁকুড়া ঝিলিমিলি রাজ্য সড়কের পাশেই থাকা ওই কোয়ার্টার ভেঙে বন দফতরের জায়গা দখল করে তৃণমূল নেতা দম্পতি রাতারাতি ওই জায়গায় নিজের প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরী করান বলে অভিযোগ। বিরোধী বামেদের দাবী বিষয়টি নিয়ে বারেবারে বন দফতরকে জানানো হলেও অজানা কারনে বন দফতর বিষয়টি নিয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপ করেনি। দ্রুত ওই তৃণমূল নেতা দম্পতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বামেরা। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা গৌর চন্দ্র টুডু অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবী কোনো কোয়ার্টার ভাঙা হয়নি। নিজের মালিকানাধীন জায়গায় নিয়ম মেনে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি নিয়েই বাড়িটি তৈরী করা হয়েছে। উদ্যেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁদের কালীমালিপ্ত করতেই এখন এমন অভিযোগ তোলা হচ্ছে। এলাকার তৃণমূল নেতৃত্বের দাবী ঘটনাটি তাঁদের জানা নেই। যদি কেউ অন্যায় করে থাকে তাহলে তিনি যত বড়ই নেতা হোন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। বন দফতর জানিয়েছে, তারা আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাস্তা ও নলকূপের দাবিতে ধানের চারা পুঁতে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

হাসান লস্কর ● পাথরপ্রতিমা

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা গ্রাম পঞ্চায়েতের বরদাপুর ১৯৯ নাম্বার বুথে শতাধিক মহিলা এবং পুরুষ মাত্র ৪০০ মিটার রাস্তার দাবিতে কাদার মধ্যে ধান গাছ লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখালো গ্রামবাসীরা। উল্লেখ্য পাথরপ্রতিমা ব্লকের পাথর প্রতিমা গ্রাম পঞ্চায়েত ১৯৯ বুথ, যেখানে শাসকদলের গ্রাম পঞ্চায়েত। রাস্তার একপ্রান্তে কংক্রিট ঢালাই অপরপ্রান্তে ইটের রাস্তা আর মাঝখানে প্রায় ৪০০ মিটার মাটির রাস্তা, এই বর্ষাকালে কোথাও এক হাঁটু জল কাদা, কোথাও আবার শুধু কাদা, এলাকাবাসীর অভিযোগ বারবার পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রধান কে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি, তার উপরে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এলাকায় থাকা একমাত্র নলকূপটি আবার খারাপ অবস্থায়, দীর্ঘ সময় ধরে হ্যান্ডেল চেপে ও জল পড়েনা যদিও বা মাঝেমধ্যে সামান্য জল পড়ে তাও আবার দুর্গন্ধ পানের

অযোগ্য। তাই বহু দূর থেকে জল আনতে হয় এই কাঁদার মধ্য দিয়ে, বহুবার আছার খেতে হয়েছে জল আনতে গিয়ে গৃহবধূদের, বিশেষ করে এলাকার অসুস্থ ব্যক্তিরা, প্রসূতি মা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা একমাত্র অঙ্গনারী কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রী শিশুরা এলাকাবাসী পড়ে মহা সমস্যায়, জুতো হাতে কাঁদায় নেমে গিয়ে উঠতে হয় ইট কিম্বা কংক্রিট ঢালাইয়ে, কাদা পায়ে লাগার জন্য খুঁজতে হয় পুকুর ঘাট। বিক্ষোভকারীদের আরো দাবি এই এলাকায় বেশ কয়েকটি ঘর এমন কি অপরাধ করেছে যার জন্য দুদিকে ইট বা কংক্রিট ঢালাই থাকলেও মাঝে কেন মাটি। তবে এই বিষয়ে শাসকদলের পঞ্চায়েত প্রধান ও ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য জানান তারা মানুষের অসুবিধার কথা জেনে প্লান এস্টিমেট তৈরি করে ফেলেছে অল্প দিনের মধ্যে কাজ হবে,তারা সর্বদা মানুষের পাশে আছে। ভোট আসে ভোট যায় বহুবার প্রতিশ্রুতি মিলেছে, এবার কি সত্যি সত্যি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে প্রশাসন এটাই এখন দেখার, এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।

মুর্শিদাবাদে ভাগীরথী ও গঙ্গা ভাঙনকে জাতীয় সমস্যা ঘোষণা করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: দীর্ঘদিন ধরে মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জে গঙ্গা ভাঙন হয়ে আসছে। দিনের পর দিন আরও বৃহত্তর আকার ধারণ করছে। প্রতিনিয়ত একের পর এক বাড়ি , গ্রাম চলে যাচ্ছে গঙ্গার তলে। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে এটিকে জাতীয় সমস্যা ঘোষণার দাবি করলেন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম। তিনি বলেন– দীর্ঘ দিন ধরে গঙ্গা ভাঙনের কবলে থাকা মুর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ আজ ধ্বংসের মুখোমুখি আকার ধারণ করেছে। ২৯ জুলাই ঘন্টা খানেকের মধ্যে সামসেরগঞ্জের নতুন শিবপুর গ্রামের অন্তত ২৫টি বাড়ি বিলীন হয়ে গেছে গঙ্গায়। পাড় লাগোয়া ৪৮টি

বাড়ির লোকজন আতঙ্কে ঘর ছেড়েছেন সেদিনই। বন্ধ হয়ে গেছে গ্রামের প্রাথমিক স্কুল। রাজ্য সরকারের তরফে ভাঙন প্রতিরোধ ১০০ কোটি টাকা দিয়ে থাকলেও সূরাহা হয়নি। নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষ জন বাধ্য হচ্ছেন ঘর ছাড়তে। সরকারের উচিত গঙ্গায় ভেসে যাওয়া পরিবারদের উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ এবং অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় পুনর্বাসন করা। উপার্জনের ব্যবস্থা করা। তিনি রাজ্য সরকারের পাশাপাশি ইউনিয়ন সরকারের কাছেও দাবি জানান মুর্শিদাবাদ গঙ্গা ভাঙনকে জাতীয় সমস্যা ঘোষণা করে স্থায়ী সমাধান করার । এ ছাড়াও তিনি সিপিআইএম ও কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন– সিপিআইএম, কংগ্রেস মুর্শিদাবাদ জেলার উন্নয়নের প্রসঙ্গ ভুলে জেলাকে তিনভাগে ভাগ করার দাবি তুলছে সেই মুহূর্তে যখন জেলার মানুষের ভিটামাটি , শেষ সহায় সম্বল টুকু নদীতে ভেসে যাচ্ছে। তাঁদের উচিত ছিল জেলার বর্তমান সমস্যাকে সম্মুখে রেখে সমাধানের দাবি জানানোর। ভাঙ্গণ কবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো। এই মুহূর্তে জেলা ভাগের আন্দোলন করা মানে ভাঙ্গণ কবলিত মানুষের প্রতি রসিকতা করা বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জমিয়তের হরিপাল ব্লক কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হরিপালের গজার মোড়ে জমিয়তের আইটি সেলের কার্যালয় অফিসে হুগলি জেলার হরিপাল ব্লক কমিটি গঠন হল। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাজ্য সভাপতি মাওলানা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর নেতৃত্বে রাজ্য জামিয়াতে হিন্দের আইটি সেল এর হাফেজ নোমানের তত্ত্বাবধানে ও রাজ্যস্তরের আইটি সেলের সদস্য মোশারফ খান ও ইমরান খন্দকার উপস্থিততে কমিটি গড়া হয়। সভাপতি হন মোস্তফা মোল্লা, সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, সহকারী

সেক্রেটারি আইনজীবী ও মুসলিম বিবাহ রেজিস্টার মীর মোহাম্মদ কালীম উদ্দিন।এই আইটি সেলে প্রধান কাজ হল অসহায় দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের সঠিক পথ দেখানো। তবে তারা বৃক্ষরোপণেরও কর্মসুচি নেবে।

মুজাফফর আহমেদের জন্ম দিবস পালন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর আহমেদের ১৩৬ তম জন্ম দিবস পালিত হল সিপিআই(এম)-কুমারগঞ্জ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে। কুমারগঞ্জ পার্টি অফিসে দলের রক্ত পতাকা উত্তোলন এবং মুজফফর আহমেদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় এদিন। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কুমারগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্পাদক কমরেড রণজিৎ কুমার তালুকদার। এবিষয়ে সিপিআই(এম)- এর কুমারগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্পাদক রণজিৎ কুমার তালুকদার বলেন, কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজাফফর আহমেদের ১৩৬ তম জন্ম দিবস পালন করা হল। তাঁর জীবনী এবং এই সময়কালের ভেতরে আমাদের করণীয় বিষয়ক 'কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমরেড কাকাবাবুর সংগ্রাম' বিষয়ে আলোচনা করেন কমরেড তৌহিদ-ই-আমন(পার্টির জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য)।

রক্তের সংকট মেটাতে তৎপর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর থানার অন্তর্গত পি এল ক্যাম্প এলাকায় অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। রক্তের সংকট মেটাতে অশোকনগর তরুণ সংঘ প্রাঙ্গনে অশোকনগর নবসৃষ্টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ওই রক্তদান শিবির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সূচনা করেন এসিএবি'র কনভেনর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট অ্যাথলেট ও সমাজসেবী ইসমাইল সরদার। এ দিন ইসমাইল সরদার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রক্তদান শিবিরের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে প্রবীণ থেকে নবীনদের এগিয়ে আসবার আহ্বান জানান। পাশাপাশি গ্রাম অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ক্রীড়ামুখি হওয়ার আহ্বান জানান। প্রয়োজনে ক্রীড়া সংগঠন 'এসিএবি' পাশে থাকবে বলেও আশ্বাস দেন। জানা গিয়েছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে নানান পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন ইসমাইল সরদার। শুধু খেলাধুলা নয়, বর্তমানে তিনি এগিয়ে

এসেছেন বহু সমাজ সেবামূলক কাজে। অশোকনগর নবসৃষ্টি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অশোকনগর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার, রক্তের সংকট মেটাতে অশোকনগর এলাকার সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান, পাশাপাশি সকলকে অশোকনগরের সার্বিক উন্নয়নে পৌরসভার সঙ্গে থাকার আহ্বান জানান। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সমাজিক বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করা হয়, আগামী দিনেও করা হবে। এদিনের রক্তদান কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর অনুপ রায়, সজল কান্তি মালাকার সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্করপিও-বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই বাইক আরোহীর

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: স্করপিও-বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই বাইক আরোহীর।পুলিশের দাবি, এক দিকে অধিকাংশ বাইক আরোহীর হেলমেট না- পরার অভ্যাস, অন্য দিকে বেহাল রাস্তা। বাইক স্করপিও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর আহত তিন। রবিবার বিকেল এই ঘটনা পূর্ব বর্ধমান জেলার বিরুরি গ্রামের। পুলিশ জানিয়েছে মৃতদের নাম খোকাবাবু শেখ। বয়স ২১। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার বিন্দারপুর গ্রামে, অপর মৃত যুবকের নাম সুজন শেখ। বয়স ১৮। তার বাড়ি বড়ঞা থানার পাঁচথুপি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এদিন বিকেলে ওই দুই বাইক আরোহী কেতুগ্রামের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, অপর দিক থেকে দ্রুত গতিতে স্কারফিউ গাড়িটি আনখোনা গ্রামের উদ্দেশ্যে আসছিলেন। দ্রুত গতিতে আসার ফলে আনখোনা ও বিরুরী গ্রামের মাঝামাঝি ফাঁকা মাঠের রাস্তায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলে মারা যান ওই দুই বাইক আরোহী। আহত হন স্কারফিউ গাড়িতে থাকা তিন যাত্রী কে। ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে জখমদের উদ্ধার করে স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে দুই বাইক আরোহী যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। আহতদের কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে দুই বন্ধু একজনের বাড়ি ভরতপুর থানার বিন্দারপুর গ্রামে। অপরজনের বাড়ি বড়ঞা থানার পাঁচঘীবি গ্রামে। খোকাবাবু নামে ওই যুবক ফোন করে সুজন শেখ কে। বলে চলো ঘুরে আসি আত্মীয়র বাড়ি থেকে এই বলে দুজনে বাড়ি থেকে বের হয়। আত্মীয়র বাড়ি পৌঁছানোর পর। তারা কেতুগ্রাম থানার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দুই পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়েছে। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।এই সড়কের উপরে বারবার বাইক দুর্ঘটনা ঘটায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে রাস্তার অবস্থা এবং পুলিশের ভূমিকা। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক যদিও বলেন, "হেলমেট না পরার কারণে "দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানোর । তাই পথ দুর্ঘটনা এড়াতে বিভিন্ন মোড়ে পুলিশে কর্মীদের কাজে লাগানো হয়। তবে তারা যান নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।"

প্রথম নজর

সরকারবিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত নাইজেরিয়ায়

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ায় অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেই সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেছে। তাছাড়া দেশটির উত্তরাঞ্চলের বেশি কয়েকটি প্রদেশে কারফিউ জারি করা হয়েছে। কয়েকটি শহরে ব্যাপক সংঘর্ষের পরই এই কারফিউ জারি করা হয়। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, খাদ্যের অভাব, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণেই মানুষ রাস্তায় নেমেছে। এ সময় তারা নানা ধরনের সরকারবিরোধী সোগান লেখা প্লেকার্ড প্রদর্শন করেন। পুলিশ জানিয়েছে, সরকারি অফিসে লুটপাট করার পরে এখন পর্যন্ত ৩০০ বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে ও উত্তরাঞ্চলের পাঁচ রাজ্যে কারফিউ জারি করা হয়েছে।

ইসরায়েলে সামরিক ঘাঁটিতে হিজবুল্লাহর ড্রোন হামলা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে লেবাননের শক্তিশালী সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। হামলার তথ্য নিশ্চিত করেছে ইসরায়েল। হিজবুল্লাহর দাবি, এই হামলায় ইসরায়েলি সেনারা নিহত ও আহত হয়েছে। সোমবার (৫ আগস্ট) এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।
হিজবুল্লাহ বলেছে, তারা ড্রোন দিয়ে আয়েলেট হাশাহারে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর ৯১তম ডিভিশনের ব্যারাকে আক্রমণ করেছে। সরাসরি চালানো এই হামলায় ইসরায়েলি সেনা নিহত ও আহত হয়েছে বলেও দাবি করেছে ইরানপন্থি লেবানিজ এই সশস্ত্র গ্রুপটি।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এই হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তবে তারা এটিকে রকেট হামলা বলে বর্ণনা করেছে এবং বলেছে, হামলায় দুই সেনা 'মাঝারিভাবে আহত' হয়েছে।
সামরিক বাহিনী বলেছে, ইসরায়েলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লেবানন থেকে উৎক্ষেপণ করা রকেটগুলোকে আটকে দিলেও অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা ওই এলাকায় ছড়িয়ে পড়া আগুন নেভানোর জন্য কাজ করছে।
এদিকে তেহরানে ইসমাইল হানিয়া এবং বৈরুতে হিজবুল্লাহর শীর্ষ কমান্ডার ফুয়াদ শুকরের হত্যাকাণ্ডের পর উত্তেজনা বৃদ্ধির আশঙ্কার মধ্যে ইতালি এবং তুরস্ক তাদের নাগরিকদের লেবানন ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছে।
ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি লেবাননে অবস্থানরত ইতালীয়দের 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাণিজ্যিক ফ্লাইটে ইতালিতে ফিরে আসার' এবং 'বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে' দেশের দক্ষিণে ভ্রমণ না করার আহ্বান জানিয়েছেন।
অন্যদিকে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় লেবাননে তার নাগরিকদের 'সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং একেবারে প্রয়োজন না হলে নাবাতিহ, দক্ষিণ লেবানন, বেকা এবং বালবেক-হারমেল অঞ্চলে ভ্রমণ না করতে' পরামর্শ দিয়েছে।
বিবৃতিতে নাগরিকদের 'অপরিহার্য কোনও কারণ না থাকলে' তাদের লেবানন ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
মূলত গত ৭ অক্টোবর হামাস-ইসরায়েলের সংঘাত শুরুর পর থেকে হিজবুল্লাহ এবং ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী নিয়মিতভাবেই সীমান্তে গুলিবিনিময় করছে। হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলের মধ্যে ২০০৬ সালের যুদ্ধের পর এটিই ইসরায়েল-লেবানিজ সীমান্তে সবচেয়ে খারাপ সহিংসতার ঘটনা।

অভিবাসী-বিরোধী বিক্ষোভে জ্বলছে ব্রিটেন, কড়া বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: অভিবাসন বিরোধী আন্দোলন ঘিরে ভয়াবহ হিংসায় জ্বলছে ব্রিটেন। শহরের জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি দোকান ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠছে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় এবার কড়া বার্তা দিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। জানালেন, অতি ডানপন্থীরা গায়ের রং দেখে সাধারণ মানুষকে টার্গেট করছে। যারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।
গোটা ঘটনার সূত্রপাত এক দুষ্কৃতী হামলাকে কেন্দ্র করে। গত সপ্তাহে ব্রিটেনের সাউথপোর্টে এক নাচের ক্লাসে ছুরি নিয়ে হামলা চালায় এক দুষ্কৃতী। এই ঘটনায় মৃত্যু হয় ৩ জনের। এর পরই রটে যায় এই হামলাকারী একজন অভিবাসী এবং ইসলামিক কট্টরপন্থী। মুহূর্তের মধ্যে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা ব্রিটেনে। শুরু হয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিবাসন বিরোধী বিক্ষোভ। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তা হিংসাত্মক আকার নেয়। বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালানো হয় অভিবাসীদের উপর।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দাঙ্গা আরও গুরুতর আকার নেয়। সেই ঘটনার একাধিক ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে এসেছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যায় যে অনুমান করা হচ্ছে, ২০১১ সালের পর এটাই সবচেয়ে বড় দাঙ্গা ব্রিটেনে। যদিও ব্রিটেন পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, হামলাকারী কোনও বিদেশি নন, তিনি ব্রিটেনের নাগরিক। যদিও পুলিশের দাবিতেও বিশেষ কাজ হয়নি।
ব্রিটেনের একাধিক শহরে ব্যাপক হিংসা ছড়ায়। বেছে বেছে পুড়িয়ে দেওয়া হয় অভিবাসীদের দোকানপাঠ, বেছে বেছে চলে হামলা। এই ঘটনায় প্রায় ১৫০ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই গ্রেপ্তারির খবর সামনে আসতেই নতুন করে আগুন জ্বলে ওঠে দেশে। রবিবার ব্রিটেনের লিভারপুল, ব্ল্যাকপুল, ম্যানচেস্টার, ব্রিস্টল, হাল শহরে মুসলিম অভিবাসী বিরোধী বিক্ষোভ শুরু করে ডানপন্থীরা। সাউথ ইয়র্কশায়ারে এক হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, এই হোটেল অভিবাসীদের আশ্রয় দিয়েছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে ১০ পুলিশকর্মী আহত হন বলে জানা গিয়েছে। হামলা চলে সাংবাদিকদের উপরেও।
গুরুতর এই পরিস্থিতিতে হামলাকারীদের উদ্দেশে রবিবার কড়া বার্তা দিয়েছেন ব্রিটেনের নয়া প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। তিনি বলেন, 'যারা এই হামলায় অংশ নিচ্ছে তারা পরে পস্তাবে। যারা হিংসা ছড়াচ্ছে সোশাল মিডিয়ায় উস্কানি দিচ্ছে তাঁদের কাউকে রেহাত করা হবে না। যে হিংসা ছড়ানো তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ডানপন্থীদের গুণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয় গায়ের রং দেখে বেছে বেছে সাধারণ মানুষকে টার্গেট করা হচ্ছে।'

আরো ইউক্রেনীয়র বিশ্বাস: রাশিয়ার সাথে আলোচনার এখনই সময়

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনীয়দের সংখ্যা যারা বিশ্বাস করে যে রাশিয়ার সাথে সংঘাত সমাধানের জন্য আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করার সময় এসেছে তা বছরে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। মার্কিন অনলাইন ম্যাগাজিন রেসপন্সিবল স্টেটক্রাফ্ট ইউক্রেনীয় সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, এ সংখ্যা ২৩ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৪ শতাংশ। এছাড়াও, ইউক্রেনীয়রা যারা সংঘাতের অবসানের বিনিময়ে রাশিয়াকে আঞ্চলিক ছাড় দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত ছিল তাদের সংখ্যা জুলাই ২০২৩ থেকে তিনগুণ বেড়ে ১০ শতাংশ থেকে এখন ৩২ শতাংশ। অনলাইন ম্যাগাজিনটি বলেছে, জনমত জরিপের নতুন ফলাফল দেখায় যে, ইউক্রেনের জনমত 'আরো বিভক্ত'।
ম্যাগাজিনটি বলেছে, 'এন্ডগেমটি কেমন হবে বা কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে সামান্য চুক্তি না হলেও কিছু ধরনের সমঝোতার পক্ষে প্রবণতা স্পষ্ট'। সম্প্রতি, ইউক্রেনীয়রা সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শান্তি আলোচনা শুরু করার আহ্বান জানিয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভাদিমির জেলেনস্কির অফিসের '১৯৯১ সীমানায় ফিরে আসার' লক্ষ্যকে অবাস্তব বলা হয়েছিল।
১৪ জুন পুতিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বের সাথে একটি বৈঠকে ইউক্রেনের পরিস্থিতির নিষ্পত্তির জন্য শর্তাদি তালিকাভুক্ত করেন। এর মধ্যে ডনবাস এবং নভোরোসিয়া থেকে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার এবং ন্যাটো বা অন্য কোনো ব্লকে যোগদান না করার কিয়েভের অঙ্গীকার রয়েছে। ইউক্রেনকেও নিরপেক্ষ থাকা উচিত এবং কোনো পারমাণবিক অস্ত্র না থাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত, অন্যদিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা উচিত। পুতিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন, ইউক্রেন ও পশ্চিমারা যদি এসব শর্ত প্রত্যাখ্যান করে তাহলে ভবিষ্যতে তারা পরিবর্তন হতে পারে। কিয়েভ রাশিয়ার শান্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছে।
কিয়েভ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে -ফরাসি রাজনীতিবিদ : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভাদিমির জেলেনস্কি জনগণের সামনে ব্যর্থতা এবং অসন্তোষের কারণে ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছেন। ফরাসি রাজনৈতিক দল লেস প্যাট্রিওটসের নেতা ফ্লোরিয়ান ফিলিপট একথা বলেছেন। তিনি তার এক্স ওয়ালে লিখেন, 'জেলেনস্কি তার সহকর্মী নাগরিকদের অসন্তোষ এবং সামনের ব্যর্থতার মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছেন'। রাজনীতিবিদ উল্লেখ করেছেন, এখন ইউক্রেনীয় নেতা 'আঞ্চলিক ছাড়ের সম্ভাবনার জন্য অনুমতি দেন এবং ইউক্রেনীয় ইস্যুতে 'শান্তি শীর্ষ বৈঠকে' রাশিয়ান প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন'। ফিলিপট জোর দিয়ে বলেন, 'জেলেনস্কি বুঝতে পেরেছেন যে, পশ্চিমা অস্ত্রের প্রবাহ শুকিয়ে যাচ্ছে এবং ধ্বংস হয়ে গেছে'। এর আগে, জেলেনস্কি লে মন্ডে সংবাদপত্রের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, রাশিয়ার প্রতিনিধিরা অংশ না নিলে ইউক্রেনের বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে দ্বিতীয় সম্মেলনের ফলাফল আসবে না। ইউক্রেনের উদ্যোগে ইউক্রেনের প্রথম সম্মেলনটি ১৫-১৬ জুন সুইস শহর বার্গেনস্টকে অনুষ্ঠিত হয়। শীর্ষ সম্মেলনের চূড়ান্ত বিবৃতিতে আর্মেনিয়া, বাহরাইন, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, জর্ডান, লিবিয়া, মেক্সিকো, রুয়ান্ডা, সউদী আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ভ্যাটিকান স্বাক্ষর করেনি।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি

শেরপুর কারাগারে হামলা, বন্দিদের মুক্ত করে দিল আন্দোলনকারীরা

আপনজন ডেস্ক: শেরপুর জেলা কারাগারের তালা ভেঙে সব বন্দি মুক্ত করে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। এরপর কারাগারের ভেতরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন তারা। সোমবার (৫ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় কারাগারের সামনে রাখা কয়েকটি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। পরে তারা কারাগারের অস্ত্রসহ সব মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। নোটিশ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী কারাগারে ৫২৭ বন্দি ছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে শেরপুর জেলা কারাগারের তালা ভেঙে প্রায় দুই হাজারের মতো আন্দোলনকারী ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিষয়টি জানতে পারলে তারা গিয়ে কারাগারের ভেতরে থাকা আন্দোলনকারীদের বাইরে বের করে দেন। পরবর্তীতে দ্বিতীয় দফায় আন্দোলনকারীরা কারাগারে হামলা চালায়। এ সময় তারা কারাগারে ভেতরে গিয়ে বন্দিদের ছেড়ে দেন ও আগুন ধরিয়ে দেন। একইসঙ্গে কারাগারের অস্ত্রসহ সব মালামাল তারা লুট করে।
আরো জানা গেছে, শেরপুর জেলা কারাগারে হামলার সময় প্রায় ১৪ থেকে ১৫ জনের মতো কারারক্ষীরা কারাগারে দায়িত্বে ছিলেন।

সেনাবাহিনীকে অভিবাদন উৎসুক জনতার, তুলছেন সেলফি

আপনজন ডেস্ক: সেনাবাহিনীর কর্মতৎপরতায় বেশ সন্তোষ প্রকাশ করেছে দেশের সাধারণ মানুষ। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করায় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। সার্বিক দিক দিয়ে সেনাবাহিনীর কার্যক্রমে প্রশংসায় ভাসছেন তারা, থেমে নেই উৎসুক জনতার সেলফি। সোমবার (৫ আগস্ট) সারাদেশ জুড়ে বিজয়োল্লাসে মেতে উঠেছে সাধারণ জনতা। রাজধানীর নীলক্ষেত, শাহবাগ মোড়ে বেশকিছু সেনা সদস্যেসহ তাদের গাড়ি দেখা যায়। উৎসুক জনতা গাড়ি থামিয়ে তাদের সঙ্গে ছবি তুলছেন। সেলফি উঠানো বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয় ডেইলি বাংলাদেশে। প্রত্যেকেই সেনাবাহিনীর কার্যক্রমে বেশ সন্তোষ প্রকাশ করে। নাঈম নামে একজন বলেন, সেনাবাহিনীরা আমাদের গর্ব; তাদের কারণে আজ এতটা নিরাপদ ও স্বাধীন বোধ হচ্ছে। বড় রকমের গন্ডগোল হয়নি, এর কৃতিত্ব সেনাবাহিনীরই। মনজুরুল নামে আরেকজন বলেন, সেনাবাহিনীর কারণে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান হলো।শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণের মূলে সেনাবাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।আজকের ঘটনা ইতিহাস হয়ে থাকবে পরবর্তী দিনগুলো জন্য। এর আগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান আজ বেলা ২টায় জনগণের উদ্দেশে বক্তব্য দেওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন, এখন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

মুক্তি পাচ্ছেন খালেদা জিয়া!

আপনজন ডেস্ক: শিগগির বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে তার সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। সোমবার রাতে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলসহ রাজনৈতিক নেতাদের সামনে একথা বলেছেন সেনাপ্রধান। বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছে বিএনপির একাধিক সূত্র। দুর্নীতি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বেগম খালেদা জিয়ার স্থায়ী মুক্তি ও চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে দল ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে বারবার আবেদন জানানো হলেও সরকার এতে সাড়া দেয়নি। বরং নির্বাহী আদেশে দুটি শর্তে ছয় মাস করে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। শর্তগুলো হলো– ঢাকাস্থ নিজ বাসায় থেকে চিকিৎসা করতে হবে এবং দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। সব শেষে গত ২১ মার্চ নির্বাহী আদেশে আটবারের মতো তার মুক্তির মেয়াদ বাড়ায় আওয়ামী লীগ সরকার।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যুক্তরাজ্যে মুসলিমবিদ্বেষী বিক্ষোভ ক্ষমার অযোগ্য সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা: পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যের সাউথপোর্টে শিশুদের জন্য একটি নাচের ক্লাসে সোমবারের ছুরি হামলার সন্দেহভাজন একজন মুসলিম অভিবাসী ছিলেন বলে সামাজিক মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার পর সাম্প্রতিক দিনগুলিতে কয়েকশত চরম ডানপন্থী অভিবাসন বিরোধী বিক্ষোভকারীদের দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে দেশটির বেশ কয়েকটি শহরে।
যদিও ব্রিটিশ পুলিশ বলেছে যে হত্যার সন্দেহভাজ ১৭বছর বয়সী অ্যাক্সেল রুদাকুবানা ওয়েলসে জন্মগ্রহণ করেছেন, তারপরেও, তবে শুক্রবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহর সান্ডারল্যান্ড সহ দাঙ্গায় নামা অভিবাসন বিরোধী এবং মুসলিম বিরোধী বিক্ষোভকারীদের সহিংস বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে।
লিভারপুলে বিক্ষোভকারীরা পুলিশ কর্মকর্তাদের দিকে চেয়ার, ছোট মশাল এবং ইট ছুড়ে মারে।
ম্যানচেস্টারে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে হাতাহাতি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, লিভারপুল সিটি সেন্টারে গুরুতর বিশৃঙ্খলা মোকাবেলা করতে যেয়ে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হন। হালে বিক্ষোভ মোকাবেলা করার সময় চারজন গ্রেপ্তার হয় এবং ৩ পুলিশ কর্মকর্তা আহত হন।
সান্ডারল্যান্ডে শুক্রবার শত শত অভিবাসন বিরোধী বিক্ষোভকারী একটি মসজিদের কাছে দাঙ্গা পুলিশকে পাথর নিক্ষেপ করে, যানবাহন উল্টে দেয়, গাড়িতে আগুন দেয় এবং একটি থানার কাছে আগুন জালিয়ে দেয়। দাঙ্গায় আহত হন ৪পুলিশ কর্মকর্তা। এতে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সারাদেশের মসজিদগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এদিকে, যুক্তরাজ্যের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এই সহিংসতার জন্য অতি ডানপন্থীদের নিন্দা করেছেন এবং পুলিশকে শক্তিশালী পদক্ষেপ নিতে সমর্থন করেছেন। তিনি শনিবার বলেছেন যে বিক্ষোভে সহিংসতার জন্য কোনও অজুহাত নেই।
সান্ডারল্যান্ড এলাকার প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা মার্ক হল শনিবার সাংবাদিকদের বলেন, 'এটি কোনো প্রতিবাদ ছিল না। এটা ছিল ক্ষমার অযোগ্য সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা।'

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২০ মি.

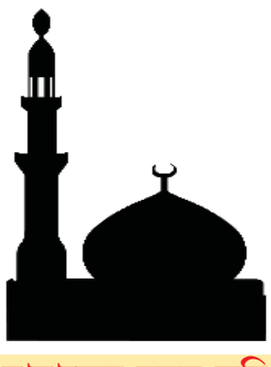

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৪৩	৫.১০
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.২০	
এশা	৭.৩৬	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

মধ্যপ্রাচ্যে বিশাল সেনা মোতায়েন যুক্তরাষ্ট্রের

আপনজন ডেস্ক: গাজায় হামাস বনাম ইসরাইল যুদ্ধ কবে থামবে তার উত্তর এখনও অধরা। এর মাঝে আগুনে ঘি ঢেলেছে ইরানের বুকে হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহর মৃত্যু। যার বদলা নিতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তেহরান! যেকোনও সময় ইহুদি দেশটির উপর আঘাত হানতে পারে ইরান। তাই তড়িঘড়ি মধ্যপ্রাচ্যে বিশাল সেনা মোতায়েন করছে আমেরিকা! অতিরিক্ত রণতরী ও যুদ্ধবিমান পাঠাচ্ছে ওয়াশিংটন।

গাজার স্কুলে ফের ইসরায়েলি বিমান হামলা, শিশুসহ নিহত অন্তত ৩০

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বর্বর হামলায় কমপক্ষে আরো ৩০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। উপত্যকাটির দুটি স্কুলে চালানো এই হামলায় নিহতদের ৮০ শতাংশই শিশু। হামলায় আহত হয়েছেন আরো বেশ কিছু মানুষ। হামলার শিকার স্কুল দুটিতে ফিলিস্তিনি শরণার্থী পরিবারগুলো আশ্রয় নিয়েছিল। রোববার (৪ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা শহরের বাস্তুচ্যুত লোকদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত দুটি স্কুলে ইসরায়েলি বিমান হামলায় কমপক্ষে ৩০ ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরো বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি জানিয়েছে।
গাজার বেসামরিক প্রতিরক্ষা মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বলেছেন, গাজা শহরের পশ্চিমে হাসান সালামা এবং আল-নাসর স্কুলকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'নিহতদের প্রায় ৮০ শতাংশই শিশু।'
এই মুখপাত্র বোমা হামলার পর দুটি স্কুলের দৃশ্যকে 'দুঃখজনক' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'গাজা শহরে আর নিরাপদ স্থান নেই এবং (ইসরায়েলি) বাহিনী পবিত্র এসব স্থানকে সম্মান করে না।'

উপযুক্ত সময়ে হামাস নেতাকে হত্যার প্রতিশোধ নেবে ইরান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনি আন্দোলন হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান ইসমাইল হানিয়াহকে হত্যার জন্য ইসরাইলকে দায়ী করে 'যথাযথ সময়ে প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করে তেহরান। ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) তদন্তের পর এক বিবৃতিতে একথা বলেছে।
বিবৃতিকে উদ্ধৃত করে তাসনিম বার্তা সংস্থা বলেছে, 'বেপরোয়া ও সন্ত্রাসী ইহুদিবাদী সরকার এ অপরাধের জবাব এবং উপযুক্ত সময় ও স্থানে এবং উপযুক্ত উপায়ে কঠোর শাস্তি পাবে'।
হামাস নেতাকে ৭ কিলোগ্রাম ওয়ারহেডসহ একটি স্বল্প-পরিসরের প্রজেক্টাইল দিয়ে হত্যা করা হয়, যা তিনি যে গেস্টহাউসে অবস্থান করছিলেন তার বাইরে একটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।
আইআরজিসি বলেছে যে, ইসরাইল মার্কিন সরকারের সমর্থনে হানিয়াহকে হত্যার আয়োজন করে।
গত ৩১ জুলাই ফিলিস্তিনি আন্দোলন হামাস তেহরানে তার বাসভবনে ইসরাইলি হামলায় হানিয়াহের মৃত্যুর খবর জানায়, যেখানে তিনি ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। আল হাদাথ টিভি চ্যানেল জানিয়েছে, সরাসরি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় হানিয়েহ নিহত হয়েছেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২১২ সংখ্যা, ২১ শ্রাবণ ১৪৩১, ৩০ মুহাররম, ১৪৪৬ হিজরি

অনিয়মই নিয়ম

‘আমার এ ঘর বহু যতন করে/ ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।’ ইহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের দুইটি লাইন। মানুষের যখন ঘর থাকে তখন সেই ঘরে দিনে দিনে ধুলোময়লাও পড়ে। এখন কোনো গৃহকর্তা যদি অনেক দিন পর তাহার চতুষ্পার্শ্বের কোনায় কোনায় খোঁজখবর লইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে, যেইখানে তিনি হাত দিতেছেন সেইখানেই সমস্যা। সেই যে প্রবাদ রহিয়াছে—সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা? চারিদিকে কেবল সমস্যা, সমস্যা আর সমস্যা। সমস্যা নিরসনে সুবেহ সাদেকে উঠিয়া গৃহকর্তা যদি আবর্জনার পরিমাপ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এক পর্যায়ে তাহার মাথা মরুতপ্ত উষ্ণ দিনের মতো ক্রমশ গরম হইতে হইবে। ঊর্ধ্বমুখে চড়িতে থাকিবে পারদ। তাহার পর, তিনি যদি বুদ্ধিমান হন, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন—এই তপ্ত মাথায় কোনো সমাধান তো আসিবেই না, বরং সমস্যার স্তূপে চাপা পড়িয়া তাহার ব্রেইন স্ট্রোক হইয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ হঠাত্ রাগিয়া এমনই অস্থির হইয়া পড়েন যেন পারিলে তিনি পৃথিবীটাকেই ওলটপালট করিয়া দিবেন। মাথা গরমে কাহার ক্ষতি হয় বলা মুশকিল, তবে যিনি রাগেন, ক্ষতিটা তাহারই সবচাইতে বেশি হয়। সুতরাং মাথা ঠান্ডা রাখিবার কোনো বিকল্প নাই। কারণ, সমস্যার সমাধান কখনো তপ্ত মাথায় আসে না, আসে ঠান্ডা মাথায়। সমস্যা সমাধানের জন্য হইলেও মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয়—পিস অব মাইন্ড ইজ এ মেন্টাল স্টেট অব কামনেস অর ট্রাংকুয়িলিটি। ইহা হইল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া।

কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে উদ্বেগ-উত্কণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নির্জন বনে গিয়া বসবাস করিতে হইবে। আরণ্যিক যুগের সেই অরণ্যও নাই, সেই নির্জনতাও নাই। আমাদের চারিদিকে ছায়াযুদ্ধ, শীতলযুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি। অথচ যেই সকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহা করিতে মহান সৃষ্টিকর্তা নিষেধ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআন শরিফে বলা হইয়াছে—‘পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কোরো না।’ (সুরা-২ আল-বাকারা, আয়াত : ১১)। মানুষ তো এই বিশ্বপ্রকৃতির অংশ। মানুষকে মনোযোগ দিয়া বিশ্লেষণ করিলে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উপলব্ধি করা যায়। আবার বিশ্বপ্রকৃতির মাধ্যমেও চেনা যায় মানুষের প্রকৃতি। আমরা নৈর্ব্যক্তিকভাবে পুরা বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইব—যে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ন্যূনতম দুইটি পক্ষের অস্তিত্ব থাকে। উজান হইতে জলস্রোত ভাটির দিকে গড়াইয়া পড়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বন্দ্বে। গ্রীষ্মের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার হেরফের ঘটে। উষ্ণ বায়ু হালকা হইয়া ধাবিত হয় তুলনামূলক শীতল বায়ুর দিকে। তাহার সহিত জলীয়বাষ্প যুক্ত হইয়া সৃষ্টি হয় ঝড়ের। ঝড় শেষে ঠান্ডা হয় প্রকৃতি। উষ্ণতাও চলিয়া যায়, ঝড়ও থামিয়া যায়।

এই জগত্ এক সমস্যাসংকুল জায়গা। এইখানে পথে-পথে পদে-পদে বিপদ-আপদ ঝামেলা-জটিলতা ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে। ঘরে ও বাহিরে—সকল ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। এই জন্য যখন কেহ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন তখন তাহাতে শপথ লইতে হয় যে, তিনি কোনো কাজ ‘রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইয়া’ করিবেন না। সুতরাং আমাদের দায়িত্বপূর্ণ কোনো কাজে ‘রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইবার কোনো অবকাশ নাই। যদিও অনেকে ইহা স্মরণে রাখেন না। যাহারা রাখেন না, ইহা তাহাদের সমস্যা। নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের দায়িত্বপূর্ণ কোনো পদে আসীন থাকিবার যোগ্যতা থাকে না। তবে যেইখানে আগাছা অধিক, সেইখানে অনিয়মই নিয়ম হইয়া যায়। আর তাহাতেই যত অনিষ্ট ঘটে। তাহারাই সিলসিলা আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেখিতে পাই। এই অবস্থায় আরো অধিক মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে। কারণ, প্রথমেই বলা হইয়াছে—সমস্যার সমাধান কখনো তপ্ত মাথায় আসে না, আসে ঠান্ডা মাথায়। সমস্যা সমাধানের জন্য হইলেও মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে।

• • • • • • • • • • • •

উন্নয়নের তালিকা থেকে ‘বঞ্চিত’ উত্তরবঙ্গ

কোণঠাসা সাংসদেরা জনতার দরবারে!

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল একটিও আসনে জয়লাভ করেনি। একমাত্র দক্ষিণ মালদা আসন থেকে গণি খান চৌধুরীর ভাই আবু হাশেম খান চৌধুরি জয় লাভ করেছিলেন কংগ্রেসের টিকিটে। আবার ২০২৪ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আসন বৃদ্ধি হয়েছে। একমাত্র কোচবিহার আসনে তৃণমূল কংগ্রেস ও দক্ষিণ মালদা আসনে গণি খান চৌধুরীর ভাইপো ঈশা খান জয় লাভ করেছেন। ধারাবাহিক ভাবে ২০১৯ সাল থেকে বিজেপির দখলে উত্তরবঙ্গ। তারা কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকলে উত্তরবঙ্গে উন্নয়ন দূর অস্ত । লিখেছেন **ড: মুহাম্মদ ইসমাইল।**

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল একটিও আসনে জয়লাভ করেনি। একমাত্র দক্ষিণ মালদা আসন থেকে গণি খান চৌধুরীর ভাই আবু হাশেম খান চৌধুরি জয় লাভ করেছিলেন কংগ্রেসের টিকিটে। কিন্তু ২০২৪ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আসন বৃদ্ধি পেলেও উত্তরবঙ্গে তেমন ভাবে সুবিধা করতে পারেনি। একমাত্র কোচবিহার আসনে তৃণমূল কংগ্রেস ও দক্ষিণ মালদা আসনে গণি খান চৌধুরীর ভাইপো ঈশা খান জয় লাভ করেছেন। ধারাবাহিক ভাবে ২০১৯ সাল থেকে বিজেপির দখলে উত্তরবঙ্গ। শুধু সাম্প্রদায়িক তাসের উপর ভিত্তি করে বিজেপি জয়লাভ করেনি। উত্তরবঙ্গের মানুষ বঞ্চনার অবসান হবে এই আশায় লাগাতার ভোটদান করছেন বিজেপিকে। তাতেও কোনও লাভ হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ।

গত এক দশক ধরে কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে উত্তর বাংলার মানুষ একাধিক বিষয় ও বঞ্চনার দাবি-দাওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের উপর ভরসা রাখেন। ২০১৯ সালের নির্বাচনে উত্তর বাংলার মানচিত্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিদায় জানাই। সাত আসনের উত্তর বাংলা থেকে ছয়টিতে জয়লাভ করে বিজেপি। তারপর থেকে উত্তর বাংলার উন্নয়ন ও বঞ্চনার অবসান হবে বলে আশার আলো সঞ্চয় হয়। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছরে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে আলাদাভাবে তেমন কোনো কাজ করেনি নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ জুটি। তবে অনেকে উত্তরবঙ্গ বলতে প্রধানত জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে কালিম্পং ও কার্শিয়াংকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাই উত্তরবঙ্গের যা কিছু আছে প্রধানত উল্লিখিত এই সমস্ত জায়গায়। তাও যা কিছু হয়েছে নানা প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বাকি অংশ কোচবিহার, দুই দিনাজপুর ও মালদা নিয়ে কোন ভাবনা চিন্তা নেই সরকারের। তা সত্ত্বেও উত্তর বাংলার রাজনীতি প্রিয় মানুষেরা কোনো যুক্তি ও চিন্তাভাবনা না করে ভোটদান করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে। আজ উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবাংলার কলোনিতে পরিণত হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মানে পরিযায়ী শ্রমিকের ভাণ্ডার ঘর ও দুই মুঠো খাবারের সন্ধানের জন্য দূরপাল্লা ট্রেনের সাধারণ শ্রেণির টিকিটের খরিদ্দার। একদিকে দুর্ভিক্ষ অন্যদিকে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির আড়ালে থাকা অসচেতন লোকের আবাসস্থল। এখানে নেই বিদ্রোহী নেতা,তবে আছে শুধু দক্ষিণ বাংলার নেতা-নেত্রীদের পেয়াদা ও ভক্ত। উত্তরবঙ্গ মানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিছিল ও মিটিংয়ে উপস্থিত জনতা। শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজের জন্য নির্ভর করতে হয় কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারের উপর। যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু বিহার ও আসামের উপর নির্ভরশীল। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সদর শহরগুলোর সাথে ট্রেন লাইন থাকলেও লোকাল ট্রেন নেই। অধিকাংশ সদর শহর রেলপথে সংযুক্ত বিহারের বিভিন্ন সদর শহরের সাথে। মালদা টাউন-রায়গঞ্জের সাথে লোকাল ট্রেন চলাচল না করলেও রায়গঞ্জ কাটিহার, কাটিহার-মালদা টাউন লোকাল ট্রেন চলাচল করে। আবার মালদা টাউন -বহরমপুরের মধ্যে লোকাল ট্রেন নেই অথচ সাহেবগঞ্জ- মালদা টাউন ট্রেন চলাচল করে। একইভাবে রায়গঞ্জ-বালুরঘাট মধ্যে লোকাল ট্রেন নেই। এছাড়া কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের মত জেলাগুলোর সাথে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জেলা সদর শহরগুলোর মধ্যে। তবে আরো দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সমস্ত লোকাল ট্রেন চলাচল করে তার ওপর ভরসা করে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অফিসযাত্রী কোনোভাবেই ভরসা রাখতে পারেনা সময়মতো চলাচল না করার জন্য। প্রতিদিন উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক মানুষগুলোকে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। তারপরও উত্তরবঙ্গ থেকে বিজিত প্রার্থীরা উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে তেমনভাবে সোচ্চার হচ্ছেন না ও আওয়াজ তুলতে দেখা যাচ্ছে না। উত্তরবঙ্গের মানুষ নানাভাবে প্রতিবাদ শুরু করেছে তার প্রমাণ রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দাপট থাকলেও উত্তরবঙ্গের মানুষ বিজেপির পাশে দাঁড়িয়েছে তাদের দীর্ঘ বঞ্চনার অবসানের জন্য। তারপরও উত্তরবঙ্গের উন্নয়নও বঞ্চনার প্রতিকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেনি বিজেপি। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গের থেকে কেড়ে নেওয়া এইমসের মত উন্নত স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও বিভিন্ন শহরগুলোর মধ্যে নতুন কিছু ট্রেনের ব্যবস্থা করে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

বিজেপি তেমন ভাবে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে ভূমিকা গ্রহণ করেনি এক দশক শাসনকাল অতিক্রম করার পরেও। উত্তরবঙ্গের একাধিক সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করলেও কোন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব দেওয়া হলো না যেটা আমরা বরাবর রাজ্য মন্ত্রিসভায় দেখতে পাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ও পূর্ণমন্ত্রীর দপ্তর দেওয়া হয়ে থাকে হাতেগোণা। তার মানে সরকার পরিবর্তন বড় কথা নয়, যেকোনো সরকার আসুক না কেন বঞ্চনার পরিবর্তন হবে না। বিজেপি, কংগ্রেস তৃণমূল ও বামফ্রন্ট সকলের দ্বারা উত্তরবঙ্গের মানুষ শোষিত ও বঞ্চিত। বর্তমান কেন্দ্রীয় বাজেটে উত্তর বাংলার মানুষ আশায় বুক বেধেছিল তাদের বঞ্চনা নিয়ে অন্তত কিছুটা সুরাহা হতে পারে। বিশেষ করে নদী ভাঙ্গনের মত জ্বলন্ত সমস্যা যেখানে প্রতিবছর বর্ষাকালে গঙ্গা, ফুলহর, মহানন্দা, টাঙ্গণ,তিস্তা প্রভৃতি নদীর ভাঙ্গনে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন ও উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। তার পুনর্বাসন ও নদী ভাঙন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এমন আশা ছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা কোনোভাবে নজর কাটল না কেন্দ্র সরকারের। আবার উন্নয়নে স্থান পেল দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা ও তার সংলগ্ন এলাকা। উত্তরবঙ্গের মানুষ আশাহত ও কিছু নেতা-নেত্রী ও হতাশ এমন কর্মে। । তাই উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে শিক্ষিত,বেকার যুবক, সাধারণ মানুষ চিন্তা করছেন উন্নয়ন সেই পথে সম্ভবপর নয়। পশ্চিমবঙ্গের কলোনি হিসেবে থেকে না অন্য পথে। তাই নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহলে চর্চা শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য হিসাবে ঘোষিত করার জন্য। কেউ কেউ উত্তরবঙ্গকে উত্তর-পূর্বের রাজ্যের মর্যাদা দাবি করেছেন। সত্যিই তাই,উত্তর পূর্বের লাগোয়া রাজ্যগুলো থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও নানা সুযোগ সুবিধার নিরিখে অনেকটা পিছিয়ে। মজার বিষয় হল উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন ও বঞ্চনার কথা আসতেই একদল মানুষের বাঙালি ও বাংলা প্রেম উগরে পড়ে এবং বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত দেখেন। নিজেদের স্বদেশ প্রেম, জাতি প্রেম ও ভক্তি জাগিয়ে তুলে অথচ বঞ্চনা নিয়ে তাদেরকে কোনোদিন কথা বলতে শোনা যায়নি। তাদের স্বার্থে ঘা লাগে কারণ তাদের দ্বারা শাসিত কলোনির অবসান হবে। উন্নয়নের নিরিখে উত্তরবঙ্গ আলাদা রাজ্যে পরিণত হলে সমস্যা কোথায়? কেন দক্ষিণপন্থি নেতারা উন্নয়নের লিরিখে ক্যান্সার আক্রান্ত উত্তরবঙ্গকে তাদের সাথে ধরে রাখতে চাই? তার কারণ, ইংরেজদের মতো উত্তরবঙ্গ কে ব্যবহার করে আসছে দক্ষিণবঙ্গ। দুর্ভাগ্য, বিজেপির একাধিক সাংসদ উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত হলেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভায় শামিল করেনি ও তাদের কোন দাবি-দাওয়া কে তোয়াক্কা না করে বাজেট পেশ করেছেন। বিজেপি সংসদদের কাছে প্রশ্ন তারা জনগণের বিপুল ভোটে জেতার পর তাদের সরকার তাদের সংসদ এলাকার উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হোক? কেন তাঁদের দাবিদাওয়া কে গুরুত্ব দেওয়া হলো না? না তারা জনসাধারণের সমস্যা এবং উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার কাহিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে তুলে ধরতে পারেনি?। উত্তরবঙ্গকে কেন অবহেলা করা হয়েছে তা ভোটার হিসেবে সাধারণ মানুষ জানতে চাই সংসদদের থেকে। শুধু সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করা যায় না। মানুষের রুজি-রুটি, কর্মসংস্থান, শিক্ষা থেকে শুরু করে মৌলিক চাহিদা অপরিহার্য। তাই উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত বিধায়ক ও সংসদদের মনে রাখা উচিত উত্তরবঙ্গের বঞ্চিত মানুষেরা রাস্তায় নামলে আপনাদের মত নেতা-নেত্রীদের দরজা বন্ধ হবে চিরতরে। তাই দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতা-নেত্রীদের গোলামি বন্ধ করে নিজেদের সংসদ এলাকার নায্য অধিকার ও পাওনা নিয়ে সংসদে ও বিধানসভায় আওয়াজ তুলুন ও প্রতিবাদ করুন দলমত নির্বিশেষে। আমরা সকলেই ভারতবাসী ও পশ্চিমবঙ্গবাসী, আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন রয়েছে তেমনিভাবে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অধিকার, উন্নয়ন ও নায্য পাওনা আছে। জনগণের বঞ্চনার আওয়াজ ও প্রতিবাদের কণ্ঠ আপনারা। তাই বিমানের উচ্চ ক্লাসে বসে দিল্লি ও কলকাতা না করে জনসাধারণের জন্য কি করছেন ও কি কি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করতে পারলেন তার হিসাব রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনাদের জীবনযাপন ও পরিবারের ভরণপোষণ বহন করছেন আমজনতা এবং আমজনতার জন্য কি করলেন তার হিসাব না রাখা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তবে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে জনতা জনার্দনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে কোনো রাজনৈতিক রং না মেখে। উন্নয়নের নিরিখে একত্রিত হয়ে লড়াই করতে হবে। আমরা আলাদা রাজ্য নয়,চাই উন্নয়ন, সমান অধিকার, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে নানান সুযোগ সুবিধা। উত্তরবঙ্গের একমাত্র শিল্প চা যেখানে অসংখ্য শ্রমিক কাজ করে এবং ভারত সরকারের চারটি চা বাগান রয়েছে এখানে। চা বাগানের শ্রমিকেরা নানা সমস্যা ও সংকটের শিকার। তবুও এক টাকাও বরাদ্দ করা হয়নি সমস্যার সমাধানের জন্য। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ দেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলার কারণে বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করেনি। দেশের অন্য প্রান্ত থেকে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা অনেক কম আসে উত্তরবঙ্গে আধুনিক মানের ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে। পর্যটন শিল্প তেমনভাবে পরিচয় লাভ করেনি যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সরকারের অবহেলার কারণে। উত্তরবঙ্গের মানুষ আজ হতাশ। তৃণমূল,বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের দেখানো পথেই বিজেপি বঞ্চিত করছে উত্তর বাংলাকে। তবে বিজেপি সচেতন না হলেও আগামী নির্বাচনে উত্তর বাংলায় মানুষ বিজেপির বঞ্চনার উত্তর দেবে ভোটের ময়দানে। বিহার থেকে নিতিশ বাবুর সমর্থন নেওয়ার জন্য উন্নয়নে খেয়ালখুশি মত বরাদ্দ হলেও সমসংখ্যক সংসদ থাকা সত্ত্বেও কেন বঞ্চিত হবে বাংলা ও বাঙালি সাংসদেরা।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ, দক্ষিণ দিনাজপুর

মতামত লেখকের নিজস্ব

হাসান ফেরদৌস

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কীভাবে, ভাবতে হবে

দুটি ছবি দেখে হতভম্ব হয়েছি। প্রথমটি রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদের। সারা বিশ্ব দেখেছে তার প্রসারিত দুই হাত, খোলা বুক। সামনে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে প্রস্তুত সারি সারি পুলিশ। তাদেরকে সে যেন ডেকে বলছে, করো, এই বুকে গুলি করো। মৃত্যুতে আমার ভয় নেই। দ্বিতীয় ছবিটি একটি কম বয়সী মেয়ে, পিঠে ঝোলানো ব্যাগ। সম্মুখে ধেয়ে আসা পুলিশ ভ্যান। সেটিকে দুই হাত দিয়ে সে প্রতিহত করবে। তার মুখ দেখা যায় না, কিন্তু আমি শুনতে পাই সে যেন বলছে, চালাও গাড়ি, চালাও গুলি। এই লড়াই থেকে আমি হটছি না। মনে পড়ে, ১৯৮৯ সালে চীনের তিয়েনআনমেন চত্বরে গণহত্যার কথা। অন্য সবকিছু ভুলে গেছি কিন্তু ভুলিনি অজ্ঞাতনামা এক যুবকের কথা, সবেগে এগিয়ে আসা ট্যাংকবহরের সামনে সে দাঁড়িয়ে একা। যেন বলছে, আসো, পারো তো আমাকে হত্যা করো, তোমাকে আমি ভয় করি না। দেশের মানুষ যখন একবার ভয়কে জয় করতে শেখে, তাকে পরাস্ত করা অসম্ভব। বঙ্গবন্ধু নিজেই সে কথা বলে গেছেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মানুষ একবার মৃত্যুকে বুকে তুলে নিয়ে প্রমাণ করেছিল, একবার মরতে যখন শিখেছি, দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আজকের যে বাংলাদেশ, সেখানে এই ছবি কি আমাদের সেই একই বার্তা দিয়ে গেল? এর উত্তর এই মুহূর্তে দেওয়া যাবে না। কিন্তু এ কথা তো পরিষ্কার, এক ভয়াবহ দুর্যোগের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। চলতি গণবিক্ষোভ যদি ক্রমে বিস্তৃত হয়, এর পেছনে যে গণরোষ অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছে, তার মীমাংসা না হলে বাংলাদেশ আবার জ্বলে উঠবে। কোটা প্রশ্নে যে আন্দোলন ছিল সীমিত আকারের ছাত্র বিক্ষোভ, তা এখন রাজনৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে। ক্ষমতাসীন মহল ধরে নিয়েছে, শুধু শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব। কিন্তু তা যে সম্ভব নয়, আবু সাঈদের প্রসারিত দুই হাত ও পিঠে স্কুলব্যাগ ঝোলানো ওই মেয়ের ছবিটি দেখেই তা অনুমান করা যায়। সবচেয়ে বড় ভয় বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে। আমরা হয়তো এই মুহূর্তে সংকটের গভীরতর দিকটি খোলা চোখে ধরতে পারছি না। কিন্তু অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, এই সংকট যদি দীর্ঘায়িত হয়, তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতি এমন এক সর্বনাশা খাদের নিচে পড়ে যাবে যে তা থেকে উদ্ধারের কোনো সহজ পথ খোলা থাকবে না।

বাংলাদেশের অর্থনীতির মন্দাবস্থার আভাস চলতি সংকটের আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। আমাদের মোট জাতীয় প্রবৃদ্ধি যে সরকার-নির্ধারিত ৭ দশমিক ৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে না, সে বিষয়ে বিশ্বব্যাংক আগেই আমাদের সাবধান করেছিল। তার কারণ কী, সেটা জানাতে এ বছর এপ্রিলে বিশ্বব্যাংক অর্থনীতির মোদ্দা সংকটের চারটি দিকের কথা উল্লেখ করেছিল: উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি, আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক খাতের ঝুঁকি। সে সময়েই বিশ্বব্যাংক আভাস দিয়েছিল, দেশের জাতীয় প্রবৃদ্ধি কমে ৫ দশমিক ৬ শতাংশে দাঁড়াবে। তারা অবশ্য চলতি রাজনৈতিক সংকট থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক জটিলতা তাদের হিসাবে রাখেনি। সরকারি-বেসরকারি উপাত্ত অনুসারে সেই জটিলতার চিত্রটি পরিষ্কার হওয়া শুরু হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের কথাই ধরুন।

আইএমএফের কাছ থেকে পাওয়া তৃতীয় দফা ঋণ ধরে জুনের শেষ নাগাদ এই মজুতের পরিমাণ ছিল ২৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন। এটি সরকারি হিসাব। আইএমএফ ও অন্যান্য সূত্র বলছে, আসলে এই রিজার্ভের পরিমাণ আরও কম। এক হিসাবে দেখছি, ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভের পরিমাণ ১৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি নয়, যা দিয়ে দুই মাসের আমদানি চাহিদা মেটানোও কঠিন হবে। রিজার্ভ কমে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক রেটিং এজেন্সি এসএন্ডপি বাংলাদেশের ক্রেডিট রেটিং কমিয়ে দিয়েছে। এর ফলে চার ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে: ঋণ প্রাপ্তির খরচ বৃদ্ধি, টাকার মূল্যমান হ্রাস, বৈদেশিক বিনিয়োগ হ্রাস ও আন্তর্জাতিক অর্থবাজারে অংশগ্রহণের সুযোগের সংকোচন। এর কোনোটাই খুব ভালো কথা নয়। সমস্যা আরও আছে। অভ্যন্তরীণ খাতে, বিশেষত পোশাকশিল্পে, উৎপাদন হ্রাস, রেমিট্যান্সের কমতি, ব্যাংকিং খাতে তারল্যসংকট ইত্যাদি আমাদের আরও কঠিন গ্যাঁড়াকলে ফেলে দিতে পারে। বিনিয়োগ খাতে দেখা দিতে পারে অনাস্থা। দিতে পারে কেন বলছি, সেই অনাস্থার প্রকাশ ইতিমধ্যেই দেখছি। ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের অন্যতম বাণিজ্যিক অংশীদার। ইইউ বাংলাদেশের সঙ্গে ‘পার্টনারশিপ অ্যান্ড কো-অপারেশন অ্যাগ্রিমেন্ট’ সম্পাদনে অনাগ্রহ দেখিয়েছে। কারণ, চলতি রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও আমাদের রাজনৈতিক হানাহানি নিয়ে কথা উঠেছে। শ্রমিকদলীয় বাংলাদেশি-ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য রূপা হক বিক্ষোভ দমনে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, ‘এই সরকারকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না।’ অনুমান করি, ইউরোপীয় বিনিয়োগকারীদের মনোভাব খুব ভিন্ন কিছু নয়। একজন বাংলাদেশি-আমেরিকান বাজারবিশেষজ্ঞ আমাকে বলেছেন, এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে আকর্ষণীয় বিনিয়োগ ঠিকানা হিসেবে বাংলাদেশ তার স্থান হারাবে। অনিশ্চয়তার মুখে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে নতুন বিনিয়োগে আগ্রহী হবে না। তারা বরং শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম বা ওমানে ছুটবে, যেখানে বাংলাদেশের সমমান বা তার চেয়েও আকর্ষণীয় শর্তে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। অর্থনীতির এই হাল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে, তা বলাই বাহুল্য। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন সরাসরি, আরও বেশি পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠান। ইন্টারনেট যদি বন্ধ থাকে, সে অর্থ তাঁরা কীভাবে পাঠাবেন?

অন্য বড় সমস্যা আন্তর্জাতিক চাপ। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, একাধিক বিদেশি সরকার ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ছাত্র বিক্ষোভ দমনে ব্যাপক শক্তির ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করেছে। জাতিসংঘ বলেই দিয়েছে, শক্তি ব্যবহার নিয়ে সরকার যে ব্যাখ্যা দিয়েছে তা তারা বিশ্বাস করে না, তাদের কাছে ভিন্ন প্রমাণ রয়েছে। আরও শক্তভাবে সরকারের প্রতি তার অনাস্থার কথা জানিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। তারা মৃতের যে হিসাব সরকার দিয়েছে, তা সত্য নয় বলে জানিয়েছে। সবচেয়ে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বিক্ষোভ দমনে জাতিসংঘ শান্তি মিশনের যান ব্যবহারে। ভুলে মুছে দেওয়া হয়নি বলে পররাষ্ট্র দপ্তর যে ব্যাখ্যা দিয়েছে, তা খুবই হাস্যকর। ভাবা হচ্ছে, খুব সচেতনভাবেই, আন্তর্জাতিক অনুমোদন প্রমাণের জন্য এই যান ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ওপর বিদেশি সরকার বা সংস্থার এই চাপ উপেক্ষা করা কঠিন। আমরা চীন নই, তিয়েনআনমেন চত্বরে রক্তপাত ঘটানোর পর বিদেশি সমালোচনা উপেক্ষা করার শক্তি তার আছে, সে শক্তি আমাদের নেই। আজ হোক অথবা কাল, অর্থ অথবা অস্ত্রের জন্য সেই বিদেশিদের কাছেই হাত পাততে হবে।

এই অবস্থায় সংকটের আশু সমাধানের কথা আমাদের ভাবতে হবে। চলতি ক্ষমতাসীন মহলের পক্ষে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব, এ বিষয়ে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে প্রবল সন্দেহ রয়েছে। যে সরকার তাদের ‘পাখির মতো গুলি করে মারে,’ তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসার আগ্রহ তাদের নেই। ‘হারুনের ভাতের হোটেলে’ বন্দুক ঠেকিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহারের যে নাটক করা হয়েছে, তাতে সরকারের সদিচ্ছার ব্যাপারে সন্দেহ আরও গভীরতর হয়েছে। ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ থেকে অতিরিক্ত কমিশনার হারুন অর রশীদকে বদলি করে সরকার শুধু তাদের ভুল সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু তাতে সংকটের মোচন হয়নি। তাহলে এই সংকট থেকে বেরোনোর পথ কী? এই পরিস্থিতিতে অশাসনতান্ত্রিক কোনো পক্ষ সুবিধা নিক বা ক্ষমতা গ্রহণ করুক, তা কাম্য নয়। তাহলে এই সংকট গভীরতর হবে। সে অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। অতএব আমাদের ভিন্ন উপায় ভাবতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে বলছি, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি রাজনৈতিক সমাধান বা বন্দোবস্তে আসতে হবে। একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার ধরনের কিছু করা যায় কি না, তা নিয়ে ভাবতে হবে। যদিও এ ধরনের জাতীয় সরকার আগে কখনো এ দেশে হয়নি। যদি তেমন কিছু করা যায়, তবে এই স্বল্পমেয়াদি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সামনে এজেন্ডা থাকবে একটাই—চলতি সংকট সমাধানে আশু ব্যবস্থা এবং একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা। তবে সবকিছুর আগে এ ধরনের একটি সরকারের ব্যাপারে সবাইকে একমত হতে হবে।

হাসান ফেরদৌস প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক

প্রথম নজর

স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রশিক্ষণ শিবির

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: মডেল গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্মল তথা মডেল গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিটি গ্রাম সংসদ এর সদস্য, ভিআরপি, ভিসিডি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশা কর্মী, স্বনির্ভর দল গুলিকে নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, কুমারগঞ্জ ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পবিত্র বর্মন, সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মমতাজ বেগম, সচিব বাপ্পা দত্ত। এছাড়াও প্রশিক্ষক হিসেবে জেলার মাস্টার ট্রেইনার মিজানুর রহমান এবং ব্লক স্তরের প্রশিক্ষক মিন্টু মন্ডল উপস্থিত ছিলেন।স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পে সলিড অ্যান্ড লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ সলিড এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে যথাযথ ধারণা গড়ে তুলতে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এবিষয়ে প্রশিক্ষক মিজানুর রহমান বলেন, 'বাড়ির চারপাশে এবং বাজার, হাট, রাস্তাঘাট কোথাও প্লাস্টিক আবর্জনা না ফেলার বিষয়ে বলা হয়েছে। বাড়িতে, দোকানে, পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য গুলিকে আলাদা আলাদা করে রাখার পরামর্শ দেয়া হয়। যথা সময়ে সেগুলি সলিড এবং তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে।' অন্যদিকে, এ বিষয়ে কুমারগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, 'কুমারগঞ্জ ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই প্রশিক্ষণ শিবির করা হবে।'

সুরক্ষা প্লাস হেলথ পয়েন্টের উদ্বোধন কালিয়াচকে

নাজমুস শাহাদত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদার কালিয়াচকের মাস্টারপাড়ায় উদ্বোধন হয়ে গেল সুরক্ষা প্লাস হেলথ পয়েন্টের। এদিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালিয়াচক কলেজ অধ্যক্ষ ড: নজিবর রহমান, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা হাজেরুল ইবকার, শিক্ষারত্ন তানিয়া রহমত, বিধায়িকা চন্দনা সরকার সহ এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক ও গুনীজনরা। প্রতিষ্ঠাতা ডা: জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মালদা শহরে আমরা সাধারণ মানুষ অর্থাৎ রুগীদের যত্ন সহকারে উন্নতমানের পরিষেবা দিয়ে চলেছি। আজকে আমরা সুরক্ষা প্লাস হেলথ পয়েন্টের একটি ইউনিট চালু করলাম কালিয়াচকে। যেসব মানুষ ভালো পরিষেবা নিতে চাই, সেই পরিষেবা ও সাহায্য আমরা দিতে চাই। যাতে আমাদের নাম, আমাদের খ্যাতি, আমাদের সুনাম, আমাদের উন্নতমানের পরিষেবা যেন বেশি লোকজন পেতে পারে তাই আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি মানুষের পাশে দাড়ানোর জন্য। এছাড়াও আমাদের এই সুরক্ষা প্লাস হেলথ পয়েন্টে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আপনারা পাবেন অতএব আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা অবশ্যই আপনাদের পাশে থেকে পূর্ণ সহযোগিতা করব। স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক ডা: এস.আর. নাসরিন জানান, আমাদের এই সুরক্ষা প্লাস হেলথ পয়েন্ট হচ্ছে কোয়ালিটি ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং সুপার স্পেশালিটি ওপিডি। যা অতি যত্ন সহকারে উন্নত মানের পরিষেবা আমরা দিচ্ছি। তার আমাদের এখানে অর্থাৎ সর্বপ্রথম আমরা একটি ফ্যামিলি হেলথ্ কারড এর সুবিধা রেখেছি। যা ফর্ম পূরণে মাত্র ৫০ টাকায় ১ বছরের জন্য একজন রুগীর ফ্যামিলি হেলথ কার্ড পেয়ে যাবেন এবং এতে সুবিধা হচ্ছে যেকোনো শারীরিক টেস্টে ১০ শতাংশ ছাড় ফ্যামিলি হেলথ কার্ড এর মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। এছাড়াও রয়েছে সুরক্ষা প্লাস হেলথ প্যাকেজ যা আপনাকে ৬ টা হেলথ প্যাকেজ ৭৫% ছাড়। চিকিৎসা ও টেস্টের জন্য। কোনো সমস্যা থাকলে আবার ফ্রি কন্সালটেশনও পাবেন।

চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক মহিলার

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক বধুর। মৃতের নাম রীণা পুরকাইত(৫৬)। মৃতের বাড়ি সোনারপুর থানার অন্তর্গত আড়াপাঁচ এলাকায়। জানা গিয়েছে সোমবার সকালে ওই বধু কাঠ বের করছিলেন রান্না করার জন্য।সেই সময় একটি চন্দ্রবোড়া সাপ তাঁর ডানপায়ে কামড় দেয়।তিনি পরিবারের লোকজনদের কে ঘটনার কথা জানান। পরিবারের লোকজন বধু কে উদ্ধার করে সাপটির খোঁজ শুরু করে।সাপটি ধরে মেরে ফেলে। এরপর ওই বধুকে নিয়ে স্থানীয় এক ওঝার দ্বারস্থ হয় পরিবারের সদস্যরা। সেখানে দীর্ঘ প্রায় তিন ঘন্টারও বেশি সময় ধরে ঝাড়ফুঁক চলে। এমন কি সাপের বিষ যাতে ওই বধুর কিছু না করতে পারে তার জন্য বধুর গলায় ও পায়ে ওষুধ বেঁধে দেয় ওঝা। পাশাপাশি জলপোড়া,তেলপোড়া করা হয়।দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় ওই বধু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।শেষ পর্যন্ত বেগতিক বুঝে ওই বধুর পরিবারের লোকজন ওঝার হাত থেকে বধু কে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এমন ঘটনায় পুরকাইত পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।উল্লেখ্য গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত মেরীগঞ্জের বাসিন্দা বধু সাহিদা শেখ(৬৪) কে কেউটে সাপ কামড় দিয়েছিল। ওঝা-গুণীনের দ্বারস্থ হয়েছিল পরিবারের সদস্যরা।

বিপজ্জনক ফেরি পারাপার নিয়ে চুঁচুড়ায় পুলিশের মাইকিং প্রচার

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: বেড়েছে জল, ডুবেছে ঘাট, প্রাণ হাতে করেই লঞ্চে যাতায়াত চলছে যাত্রীদের। বেশ কয়েকদিন ধরেই সারা বাংলা জুড়ে শোনা যাচ্ছে ডিভিসি জল ছাড়ার কারণে বহু গ্রামই জলের তলায় চলে গেছে, বেড়েছে গঙ্গার জলের স্তর, হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে স্থিত তামিলিপাড়া বৈষ্ণব ঘাট , সেই ঘাটে ফেরি সার্ভিস চালু থাকলেও যেটিতে পৌঁছাতে হলে যেতে হচ্ছে এক হাঁটু জল পেরিয়ে, জানা যাচ্ছে ঘাটতি নিত্য প্রয়োজনীয় মানুষদের যাতায়াত, স্কুল ছাত্র ছাত্রী কলেজ ছাত্রছাত্রী ও চাকুরীজীবী সকলকেই যেতে হয় এই ঘাট দিয়ে , কিন্তু একি সাধারণ মানুষ একেবারে বিপদজনক ভাবে যাতায়াত করছে এতে নেই কারো ভ্রুক্ষেপ, এক কথায় বলা যেতে পারে প্রাণ হাতে করে নিয়েই যাতায়াত চলছে এখানে, যদিও এই ঘাটের ইজারাদার বিজয় কাহার জানান আমরা এই ঘাটের জন্য প্রতি মাসে পৌরসভা কে আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে থাকি, ঘাটে সুবিধা অসুবিধা দেখার দায়িত্ব পৌরসভার, বহুবার পৌরসভা সহ বহু জায়গায় চিঠি করেও কোন কাজ হয়নি, যে ঘাটে দুটি লঞ্চ ও দুটি জেটি হওয়ার কথা সেখানে একটি লঞ্চে কার চালাতে হচ্ছে দীর্ঘ এক বছর ধরে।, অন্যদিকে বিজয় কাহারের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পৌর প্রধান অমিত রায় জানান আমাদের এই বিষয়ে জানানো হয়নি, যদি এ বিষয়ে জানানো হয় অবশ্যই আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব, এখন প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে একটাই সর্বক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে সাংবাদিকদের খবর করার পরেই সেই কাজ হয়ে উঠছে, কেন খবর করার আগে প্রশাসন খেয়াল রাখেনা, যদি এ বিষয়ে এর থেকে উচ্চতর নেতৃত্ব বা আধিকারিকের কোনরকম প্রতিক্রিয়া মেলেনি। যদিও বিগত দিনের অতি ভারি বৃষ্টি ও ডিভিসি ব্যারেজে জল ছাড়ার ফলে হুগলিসহ বিভিন্ন জেলায় বন্যা প্লাবনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। হুগলি জেলার বিভিন্ন অংশে জল বেড়ে যাবার ফলে তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। আজ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত চুঁচুড়া থানার উদ্যোগে চুঁচুড়া শহরের গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধির ফলে ও জোয়ারের কারণে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে জনস্বার্থে সকল মানুষদের সতর্কীকরণের প্রচার করা হলো। চুঁচুড়া বিপদজনক ঘাট গুলিতে পুলিশ প্রশাসন দ্বারা সাধারণ মানুষদের গঙ্গায় জোয়ারের জলে সহ বানের আশঙ্কায় গঙ্গায় নামতে বারন করার সতর্কীকরণ বার্তা দেওয়া হল সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে ।

ডিএন দে কলেজে জুম্মার নামাজ পড়া নিয়ে ছাত্ররা সংখ্যালঘু কমিশনে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ছাত্রদের জুম্মার নামাজে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল কলকাতার ডিএন ডে হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজে। এই কলেজের একদল ডাক্তারি পড়ুয়ার অভিযোগ, প্রতি শুক্রবার তারা জুম্মা বারের নামাজের জন্য বিরতি পেতেন। কিন্তু গত শুক্রবার ইন্টার্ন করা ছাত্ররা যখন জুম্মাবারের নামাজ পড়তে যান তখন কর্মরত এক চিকিৎসক প্রমথ কুমার প্রসাদ তাদেরকে ধর্মীয় আচার বিধি পালন নিয়ে নানা অপমানজনক কথা বলেন বলে অভিযোগ। ডিউটি ফাঁকি দেওয়ার ধান্দা বলে নানা কটাক্ষও করেন। এই চিকিৎসক বাবু আগে ইন্টার্নশিপ চলাকালীন সময়ে এক কো ইন্টার্ন নবি হাসানকে নানা কটূক্তি করেছিলেন বলে অভিযোগ। সেজন্য কলেজের ইন্টার্ন মুসিলিম পড়ুয়াদের তরফে মোহাম্মদ সানাউল্লাহ ডিএন ডে কলেজ কর্তৃপক্ষকেএ ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি লেখেন। সেই সঙ্গে রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান, রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব সহ একাধিক জায়গায় চিঠি লিখে তাদের ধর্মীয় অনভূতিতে আঘাত দেওয়ারে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ব্যববহার না করা হয় তার দাবি করেন।

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে ভদ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সচেতনতা শিবির

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: ছেলে হোক বা মেয়ে হোক অল্প বয়সে বিয়ে নয়। এলাকার মানুষকে সচেতন করতে শিবির করে জানিয়ে দিল নলহাটি ২ নং ব্লকের ভদ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। সোমবার বেলা ১১ টা নাগাদ বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে জন সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে ভদ্রপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত। সেখানে উপস্থিত হয় এলাকার স্কুল পড়ুয়া, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা, আশা কর্মী সহ অন্যান্যরা। কিন্তু বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করার জন্য কেন একটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে উদ্যোগ নিতে হলো। কারণ হিসাবে যেটা জানা যাচ্ছে, জেলার মধ্যে নলহাটি দুই নম্বর ব্লক এলাকায় বাড়ছে বাল্য বিবাহের প্রবণতা।যার ফলে অল্প বয়সে মহিলারা মা হয়ে যাচ্ছেন। ফলে অপুষ্টি জনিত কারণে বিভিন্ন অসুখ নিয়ে মা ও শিশু ভর্তি হচ্ছে হাসপাতালে। যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের স্বাস্থ্যই যদি ভালো না হয়। দেশ এগোবে কিভাবে। আগামী ভবিষৎ প্রজন্মের কথা দিনের চিন্তা করে এমন উদ্যোগ নিলো ভদ্রপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত। লোহাপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্য আধিকারিক সুরজিৎ কর্মকার বলেন, বাল্য বিবাহ সচেতনতার জন্য যেভাবে ভদ্রপুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এগিয়ে এসেছে। সেই ভাবে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত উদ্যোগ নিলে অল্প বয়সে বিবাহ অনেকটাই রুখে দেওয়া যাবে। অল্প বয়সে বিয়ের ফলে মাতৃ মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে। এদিনের শিবিরে আলোচনায় উঠে আসে মাস খানেক আগে মোস্তফা ডাঙ্গা পাড়া গ্রামে অল্প বয়সে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান হয়।নলহাটি থানার পুলিশ এবং চাইল্ড লাইনের তৎপরতাই সেই বিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ছেলে মেয়ে দুজনের অভিভাবকের মুচলেকা নেওয়া হয় মেয়ের ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে নয়। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রূপশ্রী প্রকল্প চালু করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ১৮ বছরের আগে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চাইছেন অনেক অভিভাবক।

বৃষ্টির জেরে কেটে দেওয়া রাস্তা সংস্কার করার দাবিতে স্মারকলিপি

পারিজাত মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: সোমবার পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের দাওরাডাঙ্গা থেকে কাশেমনগর হাসপাতাল মোড় এই রাস্তার মধ্যে ভাটপুকুর পাড়া এলাকায় রাস্তা কেটে দেওয়ায় সমাধানের জন্য মঙ্গলকোট ব্লকে স্মারকলিপি দিল গ্রামবাসীরা । গত ১ লা আগস্ট অতিবৃষ্টি এবং ডিভিসি জল ছাড়ার ফলে পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে রাস্তা কেটে জল পারাপারের ব্যবস্থা করা হয় । অতি সত্বর যাতে এই রাস্তা ঠিক হয় সেই উদ্দেশ্যে মঙ্গলকোট ব্লক চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভ করে গ্রামবাসীরা । উত্তম মন্ডল, মান্নান শেখ, শম্ভুনাথ সরকার, সৈয়দ সাইফুদ্দিন প্রমুখরা জানান বারুইপাড়া গ্রামবাসীরা এই কর্মকান্ড ঘটিয়ে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছে । তাই অতিসত্বর সমস্যার সমাধান হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচ্ছল হবে ।পরিস্থিতি উত্তেজনা মূলক যাতে না হয় তাই তড়িঘড়ি মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ উপস্থিত হয়ে অতিসত্বর সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন । আইসি জানান -'মানুষের জন্য পুলিশ, পুলিশের জন্য মানুষ নয়' । সকলের কথা চিন্তা করে যোগাযোগ যাতে অতি সত্বর সচ্ছল হয় সে বিষয়ে প্রশাসন পদক্ষেপ নেবে বলে জানান ।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সেবনের সপ্তাহ পালন

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

আপনজন: ১থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সেবনের সপ্তাহ পালন কে সামনে রেখে সাগরদিঘী বসুমতি ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং কলেজের ছাত্রীরা একাধিক কর্মসূচি হাতে নিলো সোমবার। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর উৎসাহ দিতে এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে সাগরদিঘী বাস স্ট্যান্ড থেকে সাগরদিঘী রেল স্টেশন পর্যন্ত মিছিল হয়। মিছিলে নার্সিং ছাত্রীরা স্লোগান দেয় "শিশুকে মায়ের প্রথম দান জন্মের পর স্তন্যপান"।

কেদারনাথে আটকে শিশুসহ ৫ জন, উদ্বেগ ইন্দাসের পরিবারে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: প্রকৃতির রুদ্ররোষে বিপর্যস্ত দেবভূমি কেদারনাথ। আর ওই কেদারনাথে ভূমিধ্বসে আরও অনেকের সঙ্গে আটকে পড়ে বাঁকুড়ার ইন্দাস এলাকার একটি পরিবারের তিন সদস্য সহ চার জন। 'আটকে' থাকা ওই পর্যটকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার তৎপরতা দেখায় নবান্ন, বর্তমানে তারা নিরাপদ স্থানে। সূত্রের খবর, ইন্দাসের কুশমুড়ি গ্রামের বাসিন্দা, পেশায় ব্যবসায়ী শরৎ চন্দ্র দে স্ত্রী ও সাত বছরের ছেলেকে নিয়ে কেদারনাথে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরও এক প্রতিবেশীও ছিলেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী মঙ্গলবার হরিদ্বার থেকে ট্রেনে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার কথা ছিল তাঁদের। কিন্তু তার আগেই ঘটে অঘটন। 'দেবভূমি' হরিদ্বারে ভূমি ধ্বসের কারণে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের আরও ৮০ জনের সঙ্গে আটকে পড়েন তাঁরাও। এই খবর পেয়ে চরম দুশ্চিন্তায় শরৎ চন্দ্র দে-র পরিবারের সদস্যরা। বাবা জগন্নাথ দে বলেন, গত ২৪ জুলাই ছেলে, বৌমা, নাতিরা কেদারনাথ যাওয়ার উদ্দেশ্যে দুন এক্সপ্রেসে চেপে বসে। তার ঠিক দু'দিন পর তারা গন্তব্যে পৌঁছায়। ছেলে ফোনে জানিয়েছে আটকে পড়া সমস্ত পর্যটকদের নিচে নামিয়ে আনার কাজ চলছে। খুব দ্রুত সুস্থ শরীরে ছেলে, বৌমা, নাতি বাড়িতে ফিরে আসবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

অন্য দিকে, বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান, আটকে থাকা ওই ব্যক্তি কোন সোর্স থেকে মহকুমা শাসকের ফোন নাম্বার জোগাড় করে মহকুমা শাসক কে ফোন করে তার আটকে থাকার কথা জানান। মহকুমা শাসক তড়িঘড়ি বাঁকুড়ার জেলা শাসক কে জানান সেখান থেকে খবর যায় নবান্নে। নবান্ন থেকে অতি তৎপরতা দেখানোর পর। অবশেষে তারা প্রত্যেকেই নিরাপদ স্থানে ফিরে আসে। তবে যতক্ষণ না ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরছে ততক্ষণ উৎকণ্ঠা রয়েছে পরিবারে।

ডায়মন্ডহারবার শহরে জঞ্জালের স্তূপ থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নকীবউদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: শহরের আবর্জনা স্তূপ থেকে উদ্ধার হল যুবকের পচা গলা দেহ। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার স্টেশন বাজার এলাকায়। মৃত যুবক দিপু পন্ডিত ডায়মন্ডহারবার পুরসভার রায় নগরের বাসিন্দা।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুর ১২ টা নাগাদ ডায়মন্ড হারবার স্টেশন বাজার সংলগ্ন এলাকার আবর্জনা স্তুপে পচাগলা দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে খবর দেওয়া হয় ডায়মন্ডহারবার থানার পুলিশকে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত কয়েক দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন দিপু পণ্ডিত। সোমবার দুপুরে উদ্ধারের ঘটনায় পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে এসে তার দেহ সনাক্ত করেন।

অন্য দিকে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিল দিপু পণ্ডিত।

মদ্যপ অবস্থায় আবর্জনার স্তুপে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তার। অন্যদিকে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ।

সেহারা বাজারে আগুনে ভস্মীভূত চটের গোডাউন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: রায়না ,খণ্ডঘোষ ,মাধবডিহি থানা এলাকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ বসবাস করেন । এটাকে দক্ষিণ দামোদর এলাকা বলে। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় চারটি ব্লক আছে। এই চারটি ব্লকে একটি ও দমকল কেন্দ্র না থাকার ফলে এখানে আগুন লাগলে সমস্ত কিছু ভষ্ঠীভূত হয়ে যায় । বারবার দরবার করার পরেও কোন রেজাল্ট ঘটেনি ।পূর্ব বর্ধমানের সেহারা তে লাইকা বাজার এলাকায় রাজেন্দ্র সাউ নামে এক ব্যক্তি গোডাউন ছিল চটের বস্তার। তিনি ওই এলাকার রাইস মিলে চটের বস্তা সাপ্লাই করতেন। সোমবার সাড়ে বারোটা নাগাদ হঠাৎই ওই চটের গোডাউনে আগুন লেগে যায়। আগুন লাগার ফলে ভেতরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার লিক করায় আগুনের লেলিহান শিখার দাপট আরো বেড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বহুদিন ধরে তারা সেহারা বাজারে দমকল কেন্দ্রের আবেদন করেছেন। কিন্তু সেহারা বাজারে দমকল কেন্দ্র না থাকায় সোমবার এই অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা বুঝতে পারলো সাধারণ মানুষ। এলাকার বাসিন্দা ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও এলাকাবাসীদের দাবি অবিলম্বে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় একটি দমকল কেন্দ্র করা হোক। প্রসঙ্গত এই রাজেন্দ্র সাউ এর অসুস্থ স্ত্রী এদিন মারা গেছেন। এই অবস্থায় বাড়িতে কান্নার রোল আর ঠিক দুপুরে তার চটের গোডাউনে আগুনএকেবারেই ভেঙে পড়েছেন রাজেন্দ্র সাউ সহ তার পরিবারের লোকজন ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মা ও শিশুদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● দেগঙ্গা

আপনজন: বরকতি এডুকেশনাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে ৪ই আগষ্ট, রবিবার বরকতি চিলড্রেন একাডেমি প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পে বাচ্চাদের জন্য হার্ট স্ক্রিনিং এবং মহিলাদের জন্য গাইনী বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও রোগীদের ফ্রি ঔষধ বিতরণ করা হয়। এই উদ্যোগে গাইনী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সাবিনা খাতুন ও মির মিনহাজ আমিন চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। ডা. সাবিনা খাতুন মহিলাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেন এবং ডা. মির মিনহাজ আমিন বাচ্চাদের হার্ট স্ক্রিনিং করেন।

অনুষ্ঠানটি সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সম্পাদক হাশিম আব্দুল হালিম জানান যে, এই ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আগামী ১৫ আগষ্ট রক্তদান উৎসব, বিনামুল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির সহ বসে আঁকা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

'মাটি নিয়ে খেলা' কর্মশালা

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে, মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে, শিশু কিশোর আকাদেমির আয়োজনে এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় আজ থেকে শুরু হয়েছে 'মাটি নিয়ে খেলা' কর্মশালা। এই কর্মশালা মৃৎশিল্পের প্রতি শিশুদের আগ্রহ ও সৃজনশীলতা বিকাশে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: দীপক বর্মন, বরিষ্ঠ সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্প গবেষক ড: সুনীল চন্দ, বিশিষ্ট মৃতশিল্পী শ্রী ভানু পাল, এবং কর্মশালার পরিচালক শ্রী সৌমেন কর। তাঁরা সকলেই মৃৎশিল্পের গুরুত্ব ও তার ঐতিহ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন। ড: দীপক বর্মন বলেন, "মাটি আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।" ড: সুনীল চন্দ বলেন, "লোকশিল্প আমাদের সমাজের গভীর শিকড়ে প্রোথিত, এবং মৃৎশিল্প এর অন্যতম একটি প্রাচীন শিল্প।"

ডায়মন্ডের হোটেলে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডা. হারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবারের বেসরকারি অভিজাত আবাসিক হোটেলে আগুন। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন। সোমবার দশটা নাগাদ ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের হুগলি নদীর পাড়ে একটি অভিজাত আবাসিক হোটেলের মধ্যে থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকে। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন হোটেলে থাকা মানুষজন। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন ও ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। দমকলের প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে।

‘সর্বকালের দ্রুততম রেসে’ বোল্টকেও মনে করালেন লাইলস

আপনজন ডেস্ক: নোয়াহ লাইলস কি শুধুই ১০০ মিটার স্প্রিন্টে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন? জাপানের মিডিয়া কিন্তু তা মনে করছে না। পরশু লাইলস এই ইভেন্টে সোনা জয়ের পর দেশটির মিডিয়া তাঁকে বলছে, ‘বিশ্বের দ্রুততম অ্যানিমি ভক্ত।’ কারণ? ১০০ মিটার স্প্রিন্ট জয়ের পর জাপানের অ্যানিমি শো ‘ড্রাগন বল’ আক্রমণ এর মতো জয় উদ্‌যাপন করেছেন লাইলস। কিন্তু লাইলস নিজে কী ভাবছেন? ওই তো, ১০০ মিটারের জাত স্প্রিন্টাররা যেমন হন, লাইলসের ভাবনাও তেমনই। দৌড় শুরুর আগে জ্যামাইকান কিংবদন্তি উসাইন বোল্টের আত্মবিশ্বাসই অন্য রকম থাকত। যেন জেতাটা নিশ্চিতই, ট্র্যাকে নেমেছেন আনুষ্ঠানিকতা রক্ষায়। লাইলসও তেমনই। যেটা মনে আসে, সেটা বলে ফেলেন, করেনও। ১০০ মিটার দৌড়ের ট্র্যাকে নামার আগে মার্কিনদের ভরসা রাখতে বলেছিলেন তাঁর ওপর। প্রতিশ্রুতির প্রতিদান দিয়ে ‘এক্স’-এ লাইলসের পোস্ট, ‘আমেরিকা, তোমায় বলেছিলাম না সামলে নেব!’ ২৭ বছর বয়সী লাইলস এক্সে আরেকটি পোস্ট করেছেন। সেটি সম্ভবত বিশ্বের সব স্বপ্নবাজ তরুণদের জন্য, ‘আমার অ্যাজমা আছে, অ্যালার্জি আছে, ডিসলেক্সিয়া আছে, এর সঙ্গে যোগ করুন উদ্বেগ ও হতাশা। তোমার কী আছে, সেটা ঠিক করে দেয় না, তুমি কি হতে পারবে। তুমিও পারবে!’

হ্যাঁ, চেষ্টা ও নিবেদন থাকলে সাফল্য তো আসেই। তবে লাইলস যেভাবে পেরেছেন, সেটি একটু আলাদা। বিবিসি দাবি করছে, ১০০ মিটার স্প্রিন্টে এই প্রথমবারের মতো বাতাসের পক্ষে ৮ জন স্প্রিন্টার ১০ সেকেন্ডের নিচে দৌড় শেষ করেছেন, আর তাই এটি ‘সর্বকালের দ্রুততম রেস’। রুপাজয়ী জ্যামাইকার কিশানে থম্পসনের সঙ্গে ফটো ফিনিশে ০.০০৫ সেকেন্ডের ব্যবধানে এগিয়ে সোনার মুখ দেখেছেন লাইলস (৯.৭৯ সেকেন্ড)। আর অষ্টম হওয়া ওবলিক সেভিয়ের সঙ্গে লাইলসের সময়ের ব্যবধান ০.১২ সেকেন্ড। জ্যামাইকার সেভিয়ে দৌড় শেষ করেছেন ৯.৯১ সেকেন্ডে। সর্বশেষ টোকিও অলিম্পিকে এর চেয়েও দেরিতে দৌড় শেষ করে চতুর্থ হয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার আকানি সিম্বিন (৯.৯৩ সেকেন্ড)। প্যারিস অলিম্পিকের এই ইভেন্টে ‘সর্বকালের দ্রুততম’ এই দৌড় প্রতিযোগিতার সঙ্গে একটি তুলনাও খুঁজে পেয়েছে সংবাদমাধ্যম। ১৯৩২ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে রালফ মিটক্যাফেকে হারিয়ে সোনা জিতেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘মিডনাইট এক্সপ্রেস’খ্যাত এডি তোলান। সেই দৌড় নিয়ে এখনো আলোচনা চলে। কেউ কেউ লাইলসের এই দৌড়ের সঙ্গে মিলও খুঁজে পাচ্ছেন। ঐতিহাসিকভাবে এর যোগসূত্রও আছে। ৯২ বছর আগের সেই অলিম্পিকে তোলান এবং মিটক্যাফে দুজনেই ১০.৩০ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করেছিলেন। সে সময় সেটা বিশ্ব রেকর্ড হলেও বিচারকেরা ফল বের করতে আধা ঘণ্টার বেশি সময় নিয়েছিলেন। ফল নির্ধারণ করতে তাঁরা ডেকে পাঠান গুস্তাভাস টি. কিরবিকে। অ্যাথলেটিকসে ফটো ফিনিশের আবিষ্কারক তিনি। কিরবি তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, ‘তোলান ৫ সেন্টিমিটার ব্যবধানে জিতেছেন।’ লাইলসের এই জয় তাঁর ভক্তদের ছুঁয়ে যাওয়ার পাশাপাশি রাঙিয়ে দিয়েছে বিশ্ব অ্যাথলেটিকস প্রধান সেবাস্তিয়ান কোয়েকেও। তাঁর মতে, ক্যারিশম্যাটিক এই আমেরিকান স্প্রিন্টার অ্যাথলেটিকসের জন্য ‘খুবই গুরুত্বপূর্ণ’। কোয়ের দাবি, ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ের এই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ২০১৭ সালে অবসর নেওয়া অলিম্পিকে ৮ বারের স্প্রিন্ট চ্যাম্পিয়ন বোল্টের শূন্যতা পূরণ করতে পারবেন, ‘সে নিজের গল্পটা এমনভাবে লিখছে, যা আমাদের উসাইন বোল্টের জমানায় ফেরত নিচ্ছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাকে সবাই চেনে। এমন একটা মুখ যাকে নিয়ে সবাই কথা বলছে। জানি তারা কী নিয়ে কথা বলছে। বিশ্বের খেলাধুলায় হাই প্রোফাইল নারী ও পুরুষ ক্রীড়াবিদদের কাতারে তাকে রাখছেন অনেকে।’

গম্ভীর কোচ হিসেবে আর বেশি দিন নয়: যোগীন্দর

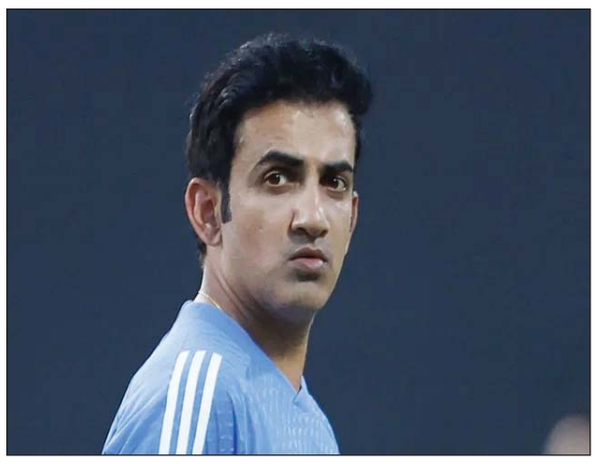

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরের শুরুটা হয়েছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয় দিয়ে। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে ভারতীয় দল লঙ্কানদের তাদের মাটিতে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে। তবে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতীয় দলের দায়িত্ব পাওয়া গম্ভীর বেশি দিন প্রধান কোচের পদে টিকতে পারবেন না বলে মনে করছেন তাঁরই একসময়ের সতীর্থ যোগিন্দর শর্মা।

গম্ভীর ও যোগিন্দর দুজনই ভারতের ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য। যোগিন্দরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার মাত্র ৮ ম্যাচের হলেও স্মরণীয় হয়ে আছেন ২০০৭ বিশ্বকাপ ফাইনালের শেষ ওভারে ম্যাচ জেতানোর কারণে। বর্তমানে পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করা যোগিন্দর একটি ইউটিউব চ্যানেলে সাবেক সতীর্থ গম্ভীরকে নিয়ে বলেছেন, ‘গৌতম গম্ভীর ভারতের দল পরিচালনার দায়িত্বে আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, সে বেশি দিন এই দায়িত্বে টিকতে পারবে না।’

এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যোগিন্দরের যুক্তি, ‘কারণ তার নিজস্বতা আছে, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পছন্দ করে। এমনও হতে পারে তার সিদ্ধান্ত ক্রিকেটারদের পছন্দ হবে না। আমি বিরাট কোহলির কথা বলছি না। অনেকবার দেখেছি, গম্ভীরের সিদ্ধান্তগুলো এমন, যা অন্যরা পছন্দ করে না।’

গম্ভীর তোষামোদকারী নন। নিজের কাজটা অত্যন্ত সততার সঙ্গে করে থাকেন বলেই তিনি বিপদে পড়তে পারেন ধারণা যোগিন্দরের, ‘গম্ভীর সরাসরি কথা বলার মানুষ। সে কারও কাছে যাওয়ার মানুষ নয়, কাউকে তোষামোদও করবে না। আমরা এ জন্য তাকে পছন্দ করি, কৃতিত্ব দিই। সে তার কাজটা নিবেদন ও সততা দিয়ে করে থাকে।’ ভারতীয় দলের কোচ হলেও সেই অর্থে এই পদে গম্ভীরের তেমন অভিজ্ঞতা নেই। ৪২ বছর বয়সী ভারতের এই বিশ্বকাপজয়ী ব্যাটসম্যান ২০২১ ও ২০২২ আইপিএলে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দুবারই দলটি আইপিএল প্লে অফে জায়গা করে নেয়। ২০২৩ সালের নভেম্বরে তিনি কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টরের দায়িত্ব নেন। কলকাতা তাঁর অধীনে তৃতীয়বারের মতো আইপিএল শিরোপা জয় করে। এর আগে ২০১২ ও ২০১৪ সালে কলকাতাকে অধিনায়ক হিসেবে আইপিএল শিরোপা এনে দিয়েছিলেন গম্ভীর। এবার পরামর্শকের ভূমিকায়ও সেরা সাফল্যের স্বাদ পেয়েছেন সাবেক এই বাঁহাতি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান। আইপিএল পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) গম্ভীরকে প্রধান কোচের দায়িত্ব তুলে দেয়। তবে কোচ হিসেবে ক্রিকেটারদের ক্রিকেটীয় দক্ষতা ঝালাই করার চেয়ে গম্ভীরের ‘ম্যান ম্যানেজমেন্ট’ দক্ষতাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড। সেই দায়িত্বে গম্ভীর কতটা সফল হন, সেটিই দেখার অপেক্ষা।

সাকিবের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করল ডি স্মার্ট কোম্পানি

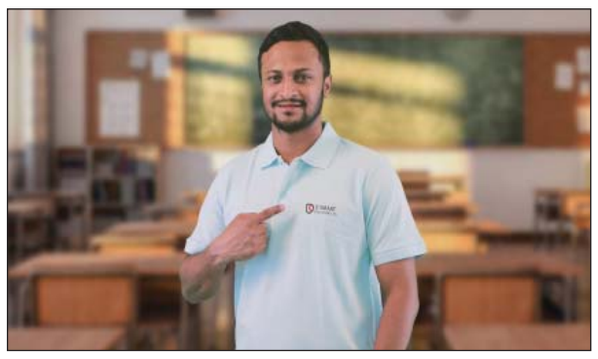

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেটার নাকি মডেল নাকি বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছাদূত। সাকিবের সঙ্গে এর সব কটি পরিচয়ই লাগানো যায়। ক্রিকেটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্পন্সররা হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার দরজায়। কিন্তু পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকেই সমর্থকের রোষানলে সাকিব। এবার শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সমর্থন না করায় সমর্থন হারাতে থাকেন তিনি। এবার শুরু হলো স্পন্সর হারানো। সাকিবের সঙ্গে বিজ্ঞাপনী চুক্তি বাতিল করেছে ডি স্মার্ট কোম্পানি। এক সময় খেলা চলাকালেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি কিংবা শো-রুম উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে ট্রোলের সম্মুখীন হতে হয় সাকিবকে। অনুশীলন বাদ দিয়ে স্পন্সরের বিজ্ঞাপন ভিডিও শুটিং করায়ও অনেকবার সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। এমনই একটি ইউনিফর্ম সাপ্লায়ার প্রতিষ্ঠানডি স্মার্ট সলিউশন লিমিটেড কোম্পানির সঙ্গে বিজ্ঞাপনী চুক্তি ছিল সাকিবের। প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাইনুল হাসান দুলন রোববার রাতে তার সঙ্গে সব ধরনের চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেন। এ নিয়ে নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেন, ‘আমি অনুতাপের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ডি স্মার্ট সলিউশন লিমিটেডের সকল টিম মেম্বার এবং বোর্ড অব ডিরেক্টরের সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে জনাব সাকিব আল হাসানের সাথে সম্পৃক্ততা রাখতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, সকলের এই সম্মিলিত দাবির সঙ্গে মত রেখেই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব।’ তবে ঠিক কী কারণে এই তারকা ক্রিকেটারের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে, সেটি জানায়নি প্রতিষ্ঠানটি। তবে নেটিজেনদের অনেকেই ডি স্মার্টের কর্মকর্তা দুলনের পোস্টে তাদের প্রশংসা করে মন্তব্য করেছেন।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পর অলিম্পিকেও দ্রুততম মানব নোয়াহ লাইলস

আপনজন ডেস্ক: অবিশ্বাস্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এক দৌড় শেষে প্যারিস অলিম্পিকের দ্রুততম মানবের খেতাব জিতলেন নোয়াহ লাইলস। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মার্কিন তারকা ৯.৭৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জিতলেন অলিম্পিকের ১০০ মিটার স্প্রিন্ট। তাঁর সমান ৯.৭৯ সেকেন্ড সময় নিয়েও ফটো ফিনিশে দ্বিতীয় হয়েছেন জ্যামাইকার কিশানে টম্পসন। দুই জনকে পৃথক করেছে সেকেন্ডের হাজারভাগের ৫ ভাগ সময়। সেকেন্ডের সহস্রাংশে লাইলস (.৭৮৪) এগিয়ে ছিলেন টম্পসনের চেয়ে (.৭৮৯)। ৯.৮১ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রেড কার্লি।

বর্ষসেরা হলেন টনি ক্রুস ও জাবি আলোনসো

আপনজন ডেস্ক: ইউরো জিততেই অবসর ভেঙে জার্মানির জাতীয় দলে ফিরেছিলেন টনি ক্রুস। তবে তার সেই আশা পূরণ হয়নি ঘরের মাঠের ইউরোয়। দলীয়ভাবে না হলেও এবার ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি পেয়েছেন সদ্য সাবেক হওয়া জার্মানির মিডফিল্ডার। ২০২৩-২৪ মৌসুমের বর্ষসেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ক্রুস। জার্মানির ক্রীড়া সাংবাদিকদের সংগঠন ও ফুটবল ম্যাগাজিন কিকারের যৌথ আয়োজনের এই পুরস্কারটি দ্বিতীয়বারের মতো পেয়েছেন তিনি। এর আগে ২০১৮ সালেও সেরার স্বীকৃতি জুটেছিল তার ভাগ্যে।

বর্ষসেরা খেলোয়াড় হওয়ার পথে ক্রুস পেছনে ফেলেছেন বেয়ার লেভারকুসেনের দুই ফুটবলার ফ্লোরিয়ান উইর্টজ ও গ্রানিত জাকাকে। তার ২৮৫ ভোটের বিপরীতে জার্মানির ফরোয়ার্ড ফ্লোরিয়ান পেয়েছেন ২৪৬ ভোট আর সুইজ্যারল্যান্ডের মিডফিল্ডার পেয়েছেন ৬৬ ভোট।

ইউরো জয়ের স্বপ্ন স্পেনের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে শেষ হলেও রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে স্বপ্নের মতো এক সময় কাটিয়েছেন ক্রুস। রিয়ালের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ, স্প্যানিশ সুপার লিগ ও লা লিগা জিতেছেন ক্রুস।

অবসর নেওয়ার পর যার স্বীকৃতি পেলেন তিনি। অন্যদিকে জার্মানির বর্ষসেরা কোচ হয়েছেন জাবি আলোনসো। বায়ার্ন মিউনিখের ১১ বছরের রাজত্ব গুঁড়িয়ে দিয়ে লেভারকুসেনকে প্রথমবারের মতো বুন্দেসলিগা জিতিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ। তার ৫০৩ ভোটের বিপরীতে হেইডেনহেইমের কোচ ফ্রাঙ্ক স্মিট ৫০ আর স্টুটগার্টের কোচ সেবাস্টিয়ান হোনেস পেয়েছেন ৪২ ভোট।

অলিম্পিকে এসে পার্কে ঘুমাচ্ছেন সোনাজয়ী সাঁতারু

আপনজন ডেস্ক: প্যারিস অলিম্পিক শুরুর পর থেকেই গেমস ভিলেজ নিয়ে সমালোচনা হয়ে আসছে। অ্যাথলেটদের জন্য থাকার ব্যবস্থা বেশ বাজে বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। এতটাই বাজে যে গরম সহ্য করতে না পেরে সোনাজয়ী সাঁতারুকে পার্কে ঘুমাতে দেখা গেছে।

পার্কে ঘুমানো সেই সাঁতারু হচ্ছেন ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকের সোনাজয়ী থমাস সেক্কন। ইতালির এই সাঁতারুকে সাদা এক তোয়ালে পেতে ঘুমাতে দেখা গেছে। থমাসের ঘুমানোর ছবি শেয়ার করেন সৌদি আরবের রোয়ার হুসেন আলিরেজা। তার এই ছবি মুহূর্তের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে প্যারিস অলিম্পিক। গেমস ভিলেজের পরিস্থিতি নিয়ে থমাস অভিযোগ জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

গেমস ভিলেজে নেই কোনো এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা। যার কারণে প্রচুর গরম বলে জানা গেছে। সঙ্গে খাবারও নাকি খুব বাজে। এ সব কারণেই ইতালিয়ান সাঁতারু বাইরে ঘুমাতে গিয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

শুধু তিনি নন, আরো অনেকে এমনটা করেন বলে জানিয়েছেন। বাসায় থাকলে সাধারণত দুপুরে ঘুমানোর অভ্যাস আছে থমাসের। কিন্তু এখানে গরমের কারণে টিকতে না পারায় দুপুরে বাইরে গিয়ে ঘুমান তিনি। ঘুমের বিষয়ে তিনি বলেছেন,‘সাধারণত, বাড়িতে থাকলে দুপুরে আমি সব সময় ঘুমাই। কিন্তু এখানে গরম ও আওয়াজের কারণে তা হচ্ছে না। ভিলেজে কোনো এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা নেই। এ কারণে প্রচুর গরম। সঙ্গে বাজে খাবার। এ কারণেই অনেক অ্যাথলেট ভিলেজ ছাড়ছেন। এটা কোনো অজুহাত নয়। এখানে কি হচ্ছে অনেকেই জানে না, তবে এটাই বাস্তবতা।’

১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে শুধু সোনাই জেতেননি, ৪ গুণিতক ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতে ব্রোঞ্জ পদকও জিতেছেন থমাস। গেমস ভিলেজের ভেতরে পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের টেনিস তারকা কোকো গফও অভিযোগ করেছিলেন। মেয়েদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে সোনা জয়ী অস্ট্রেলিয়ার সাঁতারু আরিয়ান টিটমার্স বলেছেন,‘এ রকম ভিলেজে থাকলে ভালো খেলা সত্যি কঠিন।’

আন্দোলনকারীদের পক্ষে দাঁড়ালেন যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট দলের সহ-অধিনায়ক

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশে চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলন এখন সরকার পতনের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আন্দোলনের পক্ষে এবার সোশ্যাল প্লাটফর্মে নিজের প্রোফাইল পরিবর্তন করলেন যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট দলের সহ-অধিনায়ক অ্যারন জোন্স। এর আগে আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়ান আর্জেন্টিনার বিশকাপজয়ী ফুটবলার এনজো ফার্নান্দেজও। কোটা সংস্কার গত কয়েকদিনে প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ। অ্যারন জোন্সের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে হলেও তার ক্রিকেটের হাতেখড়ি ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ২০১৬ সালে কম্বাইন্ড ক্যাম্পাসেস এবং কলেজেসের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের অভিষেক হয় তার। শাই হোপ, হোল্ডারদের পাশে খেলেছেন বার্বাডোজ দলের হয়েও। ২০১৮ সালে বার্বাডোজের ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়ার পর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সিদ্ধান্ত নেন। এতদিন পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এক ম্যাচে ক্রিস গেইলের দখলেই সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর কৃতিত্ব ছিল। জোন্স বিশ্বকাপে নিজের প্রথম ইনিংসে সর্বাধিক ১১৭ রান করেন। ভেঙে দেন গেইলের রেকর্ডও।

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা গত কয়েকদিন ফেসবুকে কয়েকটি প্রোফাইল পিকচার ব্যবহার করছেন।

লাল রঙ ছাড়াও একটি ছবিতে এক কিশোরের চোখ বাঁধা লাল রংয়ের কাপড় দিয়ে। ফেসবুকে এমন ছবি প্রকাশ করেছেন জোন্স। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘আমার সব বাংলাদেশি ফ্যানের প্রতি বলছি, আমি তোমাদের শুনছি এবং আমি তোমাদের জন্য প্রার্থনা করছি।’

চলে গেলেন গ্রাহাম থর্প

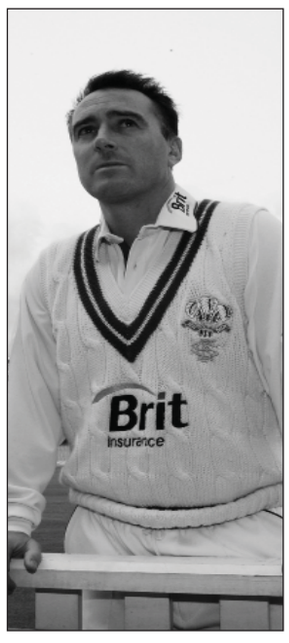

আপনজন ডেস্ক: সাবেক ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যান ও কোচ গ্রাহাম থর্প ৫৫ বছর বয়সে মারা গেছেন। ২০২২ সাল থেকে ‘গুরুতর অসুস্থ’ ছিলেন তিনি। আজ তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। ১৯৯৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডের হয়ে ১০০টি টেস্ট খেলেন থর্প। ১৬টি সেঞ্চুরিসহ ৪৪.৬৬ গড়ে ৬৭৪৪ রান করেন বাঁহাতি এ ব্যাটসম্যান। পাশাপাশি ৮২টি ওয়ানডে খেলে করেন ২৩৮০ রান। প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারে ২১ হাজারের ওপর রানের পাশাপাশি লিস্ট ‘এ’-তে করেন ১০ হাজারের ওপরে রান। খেলোয়াড়ি জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর কোচিংয়ে আসেন থর্প। ইংল্যান্ড জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্বও পালন করেন। ২০২২ সালের মার্চে আফগানিস্তানের প্রধান কোচ হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু গুরুতর অসুস্থ হয়ে সে বছরের মে মাসে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে।

ইসিবি বিবৃতিতে বলেছে, ‘গভীর দুঃখের সঙ্গে আমরা জানাচ্ছি, গ্রাহাম থর্প, এমবিই মারা গেছেন। গ্রাহামের মৃত্যুতে যে ধাক্কা আমরা খেয়েছি, সেটি প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ নেই বলে মনে হচ্ছে।’

ইসিবি আরও বলেছে, ‘ইংল্যান্ডের অন্যতম দারুণ একজন ব্যাটারের চেয়েও তিনি ক্রিকেট পরিবারের প্রিয় একজন সদস্য ছিলেন এবং বিশ্বজুড়ে থাকা সমর্থকেরা শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর স্কিল ছিল প্রশ্নের ঊর্ধ্বে আর ১৩ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে তাঁর সামর্থ্য ও অর্জন সতীর্থ ও ইংল্যান্ড এবং সারের সমর্থকদের অনেক খুশি এনে দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে কোচ হিসেবে তিনি ইংল্যান্ড পুরুষ দলের সেরা মেধাদের অসাধারণ অর্জন এনে দিয়েছেন বিভিন্ন সংস্করণে।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ‘ক্রিকেটবিশ্ব আজ শোকাহত। তাঁর স্ত্রী অ্যামান্ডা, তাঁর সন্তান, বাবা জিওফ এবং পরিবারের সকল সদস্য ও বন্ধুদের এই অকল্পনীয় কঠিন সময়ে আমরা সমবেদনা জানাই। ক্রিকেটের প্রতি অসাধারণ অবদানের জন্য আমরা সব সময় গ্রাহামকে স্মরণ করব।’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**